# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ-১

ফোন : ০২২২৩৩৮৬৯১১
পিএবিএক্স : ০২২২৩৩৮০০২১-২৫/২২৩৩
ই-মেইল : dgmpd2@krishibank.org.bd;
www.krishibank.org.bd


প্রশাসন পরিপত্র নং- ০৪/২০২৩

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২০ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

## বিষয়: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২৩।

অত্র বিভাগ হইতে জারীকৃত প্রশাসন পরিপত্র নং- ১২/২০১০ তারিখ: ১৪-১০-২০১০ খ্রিষ্টাব্দের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল।

২.০ "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০১০" এবং তৎপরবর্তী সময়ে জারীকৃত প্রশাসন পরিপত্র/সার্কুলার লেটার/নির্দেশনাপত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্ধন/পরিমার্জনপূর্বক ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকরণ, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণয়নকৃত "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২৩" পরিচালনা পর্ষদের ০৬.০৩.২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ৮২৭তম সভায় অনুমোদন করা হইয়াছে, যাহা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সঙ্গে সংযুক্তিপূর্বক জারি করা হইল।

৩.০ আলোচ্য নীতিমালাটি জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

অনুমোদনক্রমে-

২০/০৩/২৩

(মোঃ খোরশেদ আনোয়ার)
উপমহাব্যবস্থাপক

সংযুক্তি: বর্ণনামতে

নং-প্রকা/এইচআরএমডি-১/সেকশন-২/১৬(১)(৭)/২০২২-২০২৩/২৫৮৬(১২৫০)

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২০ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:

১. চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/অধ্যক্ষ, বিকেবি স্টাফ কলেজ, ঢাকা।
৪. সকল উপমহাব্যবস্থাপক/সচিব/বিভাগীয় প্রধান, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (প্রশাসন পরিপত্রটি ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হইল)।
৫. সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৬. সকল মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/উপমহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়সহ)।
৭. সকল আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৮. সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
৯. নথি/মহানথি।

20.03.2023

(শিবলী সাদিক)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

## বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২৩

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ-১

# সূচিপত্র


| ক্রমিক | বিবরণ | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| ১. | ভূমিকা | ০১ |
| ২. | উদ্দেশ্য | ০১ |
| ৩. | সংজ্ঞা | ০১ |
| ৪. | অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতা | ০১-০২ |
| ৫. | অগ্রিমের আবেদন | ০২ |
| ৬. | জমির পরিমাণ ও ফ্ল্যাটের আয়তন নির্ধারণ | ০২ |
| ৭. | গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সিলিং | ০৩ |
| ৮. | সিলিং এর প্রাপ্যতা নির্ধারণ পদ্ধতি | ০৩ |
| ৯. | অগ্রিম মঞ্জুরি | ০৪-০৬ |
| ১০. | অগ্রিমের নিরাপত্তা | ০৬-০৭ |
| ১১. | অগ্রিম বিতরণ | ০৭ |
| ১২. | অগ্রিমের সুদের হার | ০৭ |
| ১৩. | অগ্রিমের মাসিক কিস্তি  নির্ধারণ ও পরিশোধ পদ্ধতি | ০৭ |
| ১৪. | গ্রেস পিরিয়ড | ০৭ |
| ১৫. | অবসরকালীন আদায় পদ্ধতি | ০৮ |
| ১৬. | স্বেচ্ছায় পদত্যাগ, চাকুরিচ্যুত বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আদায় | ০৮ |
| ১৭. | সাধারণ নিয়মাবলি | ০৮-১০ |
| ১৮. | সংযুক্ত ছকসমূহ | ১১-২৫ |

# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
## প্রধান কার্যালয়
### হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ-১

### বিষয়: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২৩

১.০ **ভূমিকা:**

ব্যাংকের বিদ্যমান গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০১০ এবং তৎপরবর্তী সময়ে জারীকৃত প্রশাসনিক পরিপত্র/সার্কুলার লেটারসমূহ (০৬/২০১২, ০৮/২০১২, ০৬/২০১৫, ১৮/২০১৬, ২১/২০১৬, ০৪/২০১৮ এবং ০৫/২০২২) প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজনপূর্বক সময়োপযোগী করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়ন করা হইল।

১.১ এই নীতিমালার আওতায় ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ অগ্রিমসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে।

১.২ এই নীতিমালা জারির তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২.০ **উদ্দেশ্য:**

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের (বিকেবি) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসনসুবিধা নিশ্চিতকরণ, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সামাজিক অবস্থান সুসংহত করার লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল।

৩.০ **সংজ্ঞা:**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায়–

৩.১ 'ব্যাংক' বলিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে বুঝাইবে।

৩.২ 'পর্ষদ' বলিতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাইবে।

৩.৩ 'অগ্রিম' বলিতে (ক) জমি ক্রয়, (খ) বাড়ি নির্মাণ, (গ) নিজস্ব জমির উপর বাড়ি নির্মাণ, (ঘ) ফ্ল্যাট/তৈরি বাড়ি ক্রয়, (ঙ) গ্রুপভিত্তিক বাড়ি নির্মাণ, (চ) যৌথ উদ্যোগে ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ, (ছ) ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকীকৃত বাড়ি, ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের জন্য এ নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে যে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান করা হইবে, তাহা বুঝাইবে।

৩.৪ 'মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ' বলিতে বিদ্যমান প্রশাসনিক ক্ষমতার আওতায় গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে।

৩.৫ 'অভিযোগ অনিষ্পন্ন বা বিভাগীয় মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন' বলিতে শুধু অভিযোগনামা বা চার্জশিট জারির তারিখ হইতে রায় ঘোষণা পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে।

৩.৬ 'টেক-হোম-পে (Take home pay)' বলিতে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক গ্রস পে হইতে ভবিষ্য তহবিলের নিজস্ব চাঁদা, কর্মচারী কল্যাণ (বদান্য) তহবিলের চাঁদা এবং ব্যাংক হইতে গৃহীত অন্যান্য ঋণ/অগ্রিম, যেমন– গৃহ নির্মাণ অগ্রিম, পার্সোনাল লোন (বেতনের বিপরীতে অগ্রিম), ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, গাড়ি/মোটরসাইকেল/বাইসাইকেল এবং যাবতীয় অন্যান্য মাসিক কিস্তি কর্তনের পর প্রকৃত উত্তোলনযোগ্য বেতনকে বুঝাইবে।

৩.৭ 'ডিমান্ড প্রমিসরি নোট (Demand Promissory Note) বা ডিপি নোট' বলিতে অগ্রিম গ্রহীতা এবং ব্যাংকের মধ্যে আইনগত বাধ্যতামূলক নথিকে বুঝাইবে। এই চুক্তির মাধ্যমে অগ্রিম গ্রহীতা যেকোনো সময়ে অগ্রিম পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন, যখন ব্যাংকের প্রয়োজন হয়। একবার ব্যাংক অগ্রিম পরিশোধের দাবি করিলে অগ্রিম গ্রহীতাকে অবিলম্বে অগ্রিম পরিশোধ করিতে হইবে।

৪.০ **অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্যতা:**

৪.১ আবেদনকারীকে ব্যাংকের একজন স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অগ্রিম মঞ্জুরির তারিখে ব্যাংকে তাঁহার চাকুরীকাল কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বৎসর হইতে হইবে। অন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে মহাব্যবস্থাপক বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা বদলি হইয়া এ ব্যাংকে যোগদান করিলে তিনি এ ব্যাংক হইতে অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন। এই ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সকল প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বাবদ দায়দেনা নেই মর্মে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করিতে হইবে।

৪.২ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভাগীয় শৃঙ্খলাজনিত মামলায় অভিযুক্ত হইলে অভিযোগ অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না।

৪.৩ সাময়িক বরখাস্তকৃত কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না।

৪.৪ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আবেদনপত্র দাখিলের পর পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পদের জ্যেষ্ঠতা ও সিলিং অনুযায়ী পূর্ব পদের বাজেট হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

৪.৫ টেক-হোম-পে (Take home pay) মূল বেতনের এক-তৃতীয়াংশ না থাকিলে কোনো প্রকার অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান করা যাইবে না।

৪.৬ ব্যাংকের চাকুরীতে চুক্তিভিত্তিক/খন্ডকালীন/লিয়েনে/প্রেষণে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি এই অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য হইবেন না।

৪.৭ অগ্রিমের আবেদনকারীর ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে বিকেবি অথবা অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ থাকিতে পারিবে না। গৃহ নির্মাণ অগ্রিম আবেদন ও মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম উত্তোলনের আবেদনের সাথে এ মর্মে নিয়ন্ত্রণকারীর প্রতিস্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র (ছক-১৩) জমা দিতে হইবে।

৪.৮ স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ব্যাংকে কর্মরত থাকিলে আলাদাভাবে স্ব-স্ব বেতন গ্রেডের সিলিং অনুযায়ী অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

৪.৯ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান করিতে হইবে।

৪.১০ গৃহ নির্মাণ অগ্রিম (খাতনির্বিশেষে) গ্রহণ করিবার পর গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধ করিলে পরবর্তী সময়ে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় গৃহ নির্মাণ অগ্রিম (অবশিষ্ট সিলিং) মঞ্জুর করা যাইবে । সমগ্র চাকুরীজীবনে ০১ (এক) বার এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

৪.১১ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আওতায় অগ্রিম গ্রহণ করিয়া কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/যৌথ উদ্যোগে ফ্ল্যাট-অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করিয়া ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমানে কোনো কারণে উক্ত বাড়িতে/ফ্ল্যাটে বসবাস করিতে পারিতেছেন না বা বসবাস করিতে ইচ্ছুক নহে; সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী উক্ত বাড়ি/ফ্ল্যাট বিক্রয় করিয়া অন্যত্র তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত কারণ উল্লেখ করিয়া বাড়ি/ফ্ল্যাট পরিবর্তন করিবার জন্য প্রস্তাবিত তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাটের কাগজপত্রাদিসহ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রিম (অবশিষ্ট সিলিং) মঞ্জুর করা যাইবে। সমগ্র চাকুরীজীবনে ০১ (এক) বার এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন। এই বিষয়ে অনুচ্ছেদ নম্বর ১৭.১৮ অনুসরণ করিতে হইবে।

৪.১২ গৃহীত অগ্রিমের টাকায় জমি ক্রয় করিয়া ব্যাংকে বন্ধক দেওয়ার পর কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বিশেষ কোনো কারণে বাড়ি নির্মাণ করিতে না পারিলে এবং উক্ত জমির পরিবর্তে অন্য জমিতে নির্মাণ সম্পন্ন করিতে চাহিলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে জমি পরিবর্তন করিতে পারিবেন। পরিবর্তিত জমির মূল্য ইতিপূর্বে প্রদানকৃত অগ্রিমের সমান বা বেশি হইতে হইবে। পরিবর্তিত জমির মূল্য কম হইলে এই ক্ষেত্রে জমির মূল্য বাদে অবশিষ্ট টাকা ভূমি উন্নয়ন/নির্মাণ খাতে ব্যয় করিতে হইবে এবং সদ্ব্যবহার কমিটির সদ্ব্যবহার প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত জমি বন্ধকের অনুমতি প্রদান করা যাইবে। পূর্ববর্তী জমি ছক-৯ মোতাবেক অবমুক্ত করিয়া ব্যাংকের নিকট রক্ষিত যাবতীয় কাগজপত্র ফেরত দেওয়া যাইবে। প্রথম বন্ধকীকৃত জমি/প্লট বিক্রির প্রয়োজন হইলে অনুচ্ছেদ নম্বর ১৭.১৮ অনুসরণ করিতে হইবে।

## ৫.০ অগ্রিমের আবেদন:

অগ্রিমের সকল আবেদন ছক-১ মোতাবেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ০১ জুলাই হইতে ৩১ আগস্টের মধ্যে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইতে হইবে। অসম্পূর্ণ এবং বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্র অগ্রিম মঞ্জুরির জন্য বিবেচিত হইবে না।

## ৬.০ জমির পরিমাণ ও ফ্ল্যাটের আয়তন নির্ধারণ:

জমির পরিমাণ ও ফ্ল্যাটের আয়তন নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন করিতে হইবে:

৬.১ এককভাবে বাড়ি নির্মাণ/তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগরীসহ সকল সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় শহর, জেলা শহর ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড-অধ্যুষিত এলাকানির্বিশেষে জামানতি সম্পত্তির পরিমাণ ন্যূনতম ২.৫০ শতাংশ এবং নাগরিক-সুবিধাসম্পন্ন অন্যান্য এলাকার জন্য ন্যূনতম ৩.০০ শতাংশ হইতে হইবে।

৬.২ বিকেবি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপে বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জমির পরিমাণ ৪.১২৫ শতাংশ হইতে হইবে।

৬.৩ ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগরীসহ সকল সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় শহর, জেলা শহর ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড-অধ্যুষিত এলাকানির্বিশেষে ফ্ল্যাটের আয়তন ন্যূনতম ৬৩০ (ছয় শত ত্রিশ) বর্গফুট এবং নাগরিক-সুবিধাসম্পন্ন অন্যান্য এলাকার জন্য ন্যূনতম ৭৫০ (সাত শত পঞ্চাশ) বর্গফুট হইতে হইবে।

## ৭.০ গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সিলিং:

কর্মকর্তা-কর্মচারীর গ্রেড ও প্রস্তাবিত জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাটের অবস্থানভেদে নিম্নরূপ সিলিং নির্ধারণ করা হইল:

প্রাপ্য সিলিং (লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন স্কেল | ঢাকা মেট্রোপলিটন, রাজউক, সাভার পৌর এলাকা, সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন-সংলগ্ন আবাসিক প্রকল্প/নাগরিক-সুবিধাসম্পন্ন এলাকা | জেলা সদর/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড | উপজেলা/পৌর এলাকা/থানা সদর ও অন্যান্য নাগরিক-সুবিধাসম্পন্ন এলাকা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| (১) | গ্রেড ৫ ও তদূর্ধ্ব<br>বেতনক্রম: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- টাকা ও তদূর্ধ্ব স্কেলের কর্মকর্তাবৃন্দ | ১২৫.০০ | ১১০.০০ | ৮৫.০০ |
| (২) | গ্রেড ৬, ৭, ৮ ও ৯<br>বেতনক্রম: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- টাকার নিম্নের স্কেলভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ | ১২০.০০ | ১০৫.০০ | ৮০.০০ |
| (৩) | গ্রেড ১০<br>বেতনক্রম: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকার স্কেলভুক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ | ১০৫.০০ | ৯০.০০ | ৭০.০০ |
| (৪) | গ্রেড ১১<br>বেতনক্রম: ১২,৫০০-৩০,২৩০/- টাকার স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ | ৯৫.০০ | ৮০.০০ | ৬০.০০ |
| (৫) | গ্রেড ১২ ও ১৩<br>বেতনক্রম: ১১,৩০০-২৭,৩০০/- টাকা এবং ১১,০০০-২৬,৫৯০/- টাকার স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ | ৮৫.০০ | ৭৫.০০ | ৫৫.০০ |
| (৬) | গ্রেড ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭<br>বেতনক্রম: ১০,২০০-২৪,৬৮০/-; ৯,৭০০-২৩,৪৯০/-; ৯,৩০০-২২,৪৯০/- ও ৯,০০০-২১,৮০০/- টাকার স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ | ৮০.০০ | ৭০.০০ | ৫০.০০ |
| (৭) | গ্রেড ১৮, ১৯ ও ২০<br>বেতনক্রম: ৮,৮০০-২১,৩১০/-; ৮,৫০০-২০,৫৭০/- ও ৮,২৫০-২০,০১০/- টাকার স্কেলভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ | ৭৫.০০ | ৬৫.০০ | ৪৫.০০ |

## ৮.০ সিলিংয়ের প্রাপ্যতা নির্ধারণ পদ্ধতি:

৮.১ একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বর্তমান মূল বেতনের সহিত চাকুরীর মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট যোগ করিয়া মূল বেতন যত টাকা হইবে, ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পেনশন আনুতোষিক/গ্র্যাচুইটি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং ভবিষ্য তহবিলের বর্তমান স্থিতির সহিত জমাতব্য টাকা ও উহার সুদ যোগ করিয়া চাকুরীর মেয়াদপূর্তি সময়ের আনুমানিক স্থিতির সমন্বয়ে একজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সর্বোচ্চ অগ্রিম সীমা (এমসিএল) নির্ধারণ করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে লিখিত আবেদনের সাথে ছক-৬ মোতাবেক ঘোষণাপত্র পূরণ করিয়া জমা দিতে হইবে। বিভাগীয় মামলায় আর্থিক দণ্ডপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর অগ্রিম সীমা (এমসিএল) নির্ধারণের ক্ষেত্রে আর্থিক দণ্ডের স্থিতি বিয়োজনপূর্বক সর্বোচ্চ অগ্রিম সীমা (এমসিএল) নির্ধারণ করিতে হইবে।

৮.২ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের বিপরীতে কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল স্থিতি লিয়েন করিবার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখপূর্বক উহার অনুলিপি ভবিষ্য তহবিল সংরক্ষণকারী কর্তৃপক্ষের (কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ) নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

৮.৩ অগ্রিমের পরিমাণ, জমির প্রকৃত মূল্যসহ নির্মাণ খরচ বা তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় বা ব্যাংক অগ্রিমে নির্মিত বাড়ি সম্প্রসারণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় এবং প্রাপ্য সিলিং– এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, তাহার অধিক হইবে না।

৮.৪ জমি বা বাড়ির ক্রয়মূল্য বা বাড়ি নির্মাণের খরচ প্রাক্কলনে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং অগ্রিম গ্রহীতা তাহা মানিতে বাধ্য থাকিবেন।

৮.৫ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যেকোনো অগ্রিম মঞ্জুরির পরিমাণ কমাইতে বা আবেদন বাতিল করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

## ৯.০ অগ্রিম মঞ্জুরি:

### ৯.১ জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণ:

৯.১.১ জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়নের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন, রাজউক, সাভার পৌর এলাকা, সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন-সংলগ্ন আবাসিক প্রকল্প/নাগরিক-সুবিধাসম্পন্ন এলাকার জন্য প্রাপ্য সিলিংয়ের ৫০% এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৪০% অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। নিজস্ব উদ্যোগে ক্রয়কৃত/প্রাপ্ত জমিতে বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রাপ্য সিলিং অনুসারে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজন হইলে প্রকৃত প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমপরিমাণ টাকা মঞ্জুর করা যাইবে। তবে এলাকানির্বিশেষে তাহা প্রাপ্য সিলিংয়ের ৪০%- এর অধিক হইবে না। পরবর্তী সময়ে সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া নির্মাণকাজের জন্য প্রাপ্য অবশিষ্ট সিলিং মঞ্জুর করা যাইবে। নির্মাণ উপযোগী জমিতে নির্মাণকাজ করিবার জন্য প্রাপ্য সিলিং মঞ্জুর করা যাইবে।

৯.১.২ গৃহীত অগ্রিমের আওতায় বাড়ি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্য সিলিং হইতে পূর্বে গৃহীত অগ্রিম বাদ দিয়া অবশিষ্ট প্রাপ্য সিলিং মঞ্জুর করা যাইবে।

৯.১.৩ জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সিলিং অনুযায়ী অগ্রিম মঞ্জুর প্রদান করিয়া সম্পদ সৃষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত হইতে হইবে।

৯.১.৪ জমি ক্রয় ও নির্মাণ খাতে সিলিং বর্ধিত হইলে বর্ধিত সিলিংয়ের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

### ৯.২ তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়:

৯.২.১ তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম দফায় বায়না করিবার জন্য প্রাপ্যতার হার অনুসারে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

৯.২.২ নিজস্ব উদ্যোগে বায়না সম্পাদিত হইলে প্রাপ্য সিলিং অনুসারে এককালীন অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

৯.২.৩ তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র/বায়নানামায় যে সকল সুযোগ-সুবিধা (মোজাইক/ফিটিংস ইত্যাদির বিবরণ) উল্লেখ থাকিবে, তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের সময় তাহা বিদ্যমান থাকিতে হইবে। অগ্রিম মঞ্জুরির পূর্বে সদ্ব্যবহার যাচাই কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট পরিদর্শনপূর্বক নির্মাণের ধরনসহ প্রতিবেদন সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রতিবেদনে তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাটের মূল্য সম্পর্কেও তথ্য থাকিতে হইবে।

৯.২.৪ বহুতল অনুমোদিত ভিত্তি (ফাউন্ডেশন)-সহ ক্রয়কৃত তৈরি বাড়ি সম্প্রসারণের সুযোগ থাকিলে, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বাড়ির নির্মাণকাল, বর্তমান নির্মাণধরন ইত্যাদি বিষয়ে সদ্ব্যবহার যাচাই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুমোদিত নকশা অনুসারে একাধিক তলা (ফ্লোর) নির্মাণের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

### ৯.৩ গ্রুপভিত্তিক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরি:

মেট্রোপলিটন শহর, প্রশাসনিক বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরের অনুমোদিত আবাসিক এলাকায় গ্রুপভিত্তিক জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে:

৯.৩.১ গ্রুপের সদস্যসংখ্যা সর্বনিম্ন ০২ জন হইতে সর্বাধিক ১০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৯.৩.২ গ্রুপভিত্তিক ফ্ল্যাট বাড়ি নির্মাণের প্রস্তাবিত এলাকায় যাতায়াতের জন্য গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত প্রশস্ত সড়ক থাকিতে হইবে।

৯.৩.৩ ব্যাংকে কর্মরত অগ্রিম প্রাপ্তির যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন করা যাইবে। সেই ক্ষেত্রে গ্রুপভুক্তদের মধ্যে তাঁহাদের প্রাপ্যতানুযায়ী সর্বোচ্চ সিলিং হইতে নিম্ন সিলিংয়ের ব্যবধানের অর্থ নিজস্ব উৎস হইতে ব্যয় করিবার ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে। ব্যবধানের উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রুপভুক্ত সদস্যকে আগে বিনিয়োগ করিতে হইবে।

৯.৩.৪ গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ফ্লোর/ফ্ল্যাট বণ্টনের বিষয়ে নির্ধারিত স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে যাহার আইনগত গ্রহণযোগ্যতা থাকিতে হইবে। ব্যাংকের কাছে জমি বন্ধক প্রদানের সময় এই চুক্তির কপি প্রদান করিতে হইবে।

৯.৩.৫ একাধিক গ্রুপ অগ্রিমের জন্য আবেদন করিলে গ্রুপভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অগ্রিম বিবেচনা করা হইবে।

৯.৩.৬ গ্রুপের সদস্যদের সম্মিলিতভাবে জমি ক্রয়পূর্বক স্ব-স্ব নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন করিয়া ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক প্রদান করিতে হইবে।

৯.৩.৭ জমি বন্ধক প্রদান করিবার পর মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম গ্রুপের সদস্যদের যথাসম্ভব সমান হারে বিতরণ করিতে হইবে। এই অগ্রিম বিতরণের জন্য প্রাক্কলন অনুযায়ী কিস্তি নির্ধারণপূর্বক কিস্তির সংখ্যা ও প্রতি কিস্তির টাকার অঙ্ক মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

৯.৩.৮ নির্মাণ অগ্রিম বিতরণের পূর্বে প্রস্তাবিত বাড়ি/ফ্ল্যাটের ডিজাইন ও প্ল্যান কোনো অনুমোদিত প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠান/স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান বা প্রকৌশলী/স্থাপত্যবিদ কর্তৃক প্রস্তুত করাইতে হইবে। এই প্ল্যান রাজউকের আওতাধীন এলাকার জন্য রাজউক ও রাজউকের আওতাবহির্ভূত এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সহকারে ব্যাংকে জমা দিতে হইবে।

৯.৩.৯ গ্রুপ অগ্রিমের আওতায় নির্মিতব্য ইমারতের বহির্ভাগের অনুমোদিত ডিজাইন অক্ষুণ্ন রাখিয়া ফ্লোরের অভ্যন্তরে স্ব-স্ব পছন্দ অনুসারে উপকরণ/ফিটিংস ইত্যাদি ব্যবহার করা যাইবে।

৯.৩.১০ গ্রুপের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিভাগীয় শৃঙ্খলাজনিত মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন থাকিলে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরির পূর্বে গ্রুপের ঐ সদস্যের পরিবর্তে আগ্রহী অন্য কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পারস্পরিক সম্মতি সাপেক্ষে গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অগ্রিমের আবেদন করা যাইবে।

৯.৩.১১ অগ্রিম পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপের সকল সদস্য নির্মাণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে দায়ী থাকিবেন। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর অগ্রিম পরিশোধের বিষয়ে গ্রুপের সদস্যগণ এককভাবে/ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন।

৯.৩.১২ নির্মাণকাজ চলাকালে গ্রুপের কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে সেই ক্ষেত্রে উক্ত সদস্যের পরিবার অনীহা প্রকাশ করিলে তাহার পরিবর্তে অগ্রিমের দায়সহ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে। তবে অগ্রিম গ্রহীতার পরিবার গ্রুপে থাকিতে ইচ্ছুক হইলে থাকিতে পারিবে। এই ক্ষেত্রে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করিবার প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট অর্থ নিজস্ব উৎস হইতে বহন করিতে হইবে।

৯.৩.১৩ ইহা ছাড়া গ্রুপ অগ্রিমের ক্ষেত্রে ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অন্য শর্তাবলি যথারীতি প্রযোজ্য হইবে।

## ৯.৪ যৌথ উদ্যোগে নির্মিত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক প্রদান প্রসঙ্গে:

গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় খাতে গৃহীত অগ্রিমের সদ্ব্যবহার করিয়া যাঁহারা বিকেবির কর্মকর্তা-কর্মচারীনির্বিশেষে যৌথ উদ্যোগে বসবাসের উপযোগী ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন করিয়াছেন অথবা ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের গৃহীত অগ্রিমের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট ব্যাংকের অনুকূলে নিম্নোক্ত শর্তাবলিতে বন্ধক দেওয়া যাইবে:

৯.৪.১ অগ্রিম গ্রহীতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০.৭ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকের অনুমোদন দেওয়া যাইবে। মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বন্ধক প্রদানের অনুমোদনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুকূলে ইতিপূর্বে জমি ক্রয় খাতে বিতরণকৃত অগ্রিম যৌথ উদ্যোগে ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ অথবা ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় খাতে ব্যবহারের অনুমোদন দিতে পারিবে।

৯.৪.২ ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ অথবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে সকল স্পেসিফিকেশন (মোজাইক/ফিটিংস ইত্যাদির বিবরণ) উল্লেখ থাকিবে, তাহা বাস্তবে বিদ্যমান থাকিতে হইবে। নিবন্ধনকৃত বন্ধকি দলিল সম্পাদনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সদ্ব্যবহার যাচাই কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট পরিদর্শনপূর্বক নির্মাণের ধরনসহ প্রতিবেদন সংগ্রহ করিতে হইবে।

৯.৪.৩ ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ অথবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে জমি ক্রয়ের জন্য মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের চেয়ে অতিরিক্ত খরচকৃত অর্থ (যদি থাকে) নিজস্ব উৎস হইতে ব্যয় করা হইয়াছে মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

৯.৪.৪ ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ অথবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে কোনো অগ্রিম গ্রহণ করেন নাই মর্মে ব্যক্তিগত ঘোষণা থাকিতে হইবে।

৯.৪.৫ যৌথ উদ্যোগে নির্মিত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট বণ্টনের বিষয়ে প্রযোজ্য মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে, যাহার আইনগত গ্রহণযোগ্যতা থাকিতে হইবে। ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক প্রদানের সময় এই চুক্তির অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।

৯.৪.৬ নিবন্ধনকৃত বন্ধকি দলিল সম্পাদনের পূর্বে প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্টের ডিজাইন ও প্ল্যান কোনো অনুমোদিত প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠান/স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান বা প্রকৌশলী/স্থাপত্যবিদকে দিয়ে প্রস্তুত করা হইয়াছে কি না, তাহা সদ্ব্যবহার যাচাই কমিটি কর্তৃক প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

৯.৪.৭ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমে তৈরীকৃত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় বন্ধকি দলিল সম্পাদন করিতে হইবে এবং বন্ধকি দলিলের সার্টিফাইড কপি ও দলিল রেজিস্ট্রেশনের মূল রসিদ ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। মূল বন্ধকি দলিল ব্যাংকের সহযোগিতায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হইতে নিজ দায়িত্বে উত্তোলন করিয়া ব্যাংকে জমা দিতে হইবে; ব্যর্থতায় ইহার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অগ্রিম গ্রহীতা কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপর বর্তাইবে।

৯.৪.৮ ইহা ছাড়া ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অন্য শর্তাবলি যথারীতি প্রযোজ্য হইবে।

৯.৪.৯ যৌথ উদ্যোগে ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়ন খাতে নির্ধারিত সিলিংয়ের অতিরিক্ত অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না। তবে ব্যাংক অগ্রিমে অর্জিত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের জন্য প্রশাসনিক বিভাগীয় শহর/সিটি কর্পোরেশন এলাকা/সকল জেলা শহর/টঙ্গী ও সাভার পৌরসভা এবং রাজউক অনুমোদিত এলাকার জন্য জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়ন খাতে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের সর্বোচ্চ ৬০% এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০% অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, তবে অবশ্যই তা প্রাপ্য সিলিংয়ের মধ্যে হইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে নিবন্ধনকৃত বন্ধকি দলিল সম্পাদনের ০২ (দুই) বৎসর পর হইতে ব্যাংক অগ্রিমে নির্মিত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। তবে যাঁরা রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের জন্য ইতিপূর্বে কোনো অগ্রিম গ্রহণ করেন নাই, তাঁদের অনুকূলে প্রাপ্যতা অনুযায়ী উক্ত অগ্রিম এক দফায় মঞ্জুর করা যাইবে।

৯.৫ সংস্কার ও আধুনিকায়ন:

ব্যাংক অগ্রিমে নির্মিত বাড়ি/ক্রয়কৃত তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট/যৌথ উদ্যোগে নির্মিত ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট/গ্রুপভিত্তিক নির্মিত বাড়ির ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ ও সংস্কারের জন্য প্রশাসনিক বিভাগীয় শহর/সকল জেলা শহর/টঙ্গী ও সাভার পৌরসভা এবং রাজউক অনুমোদিত এলাকার জন্য মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের সর্বোচ্চ ৫০%, অন্যান্য এলাকার জন্য ৪০% অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে। তবে অবশ্যই তাহা প্রাপ্য সিলিংয়ের মধ্যে হইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের সর্বশেষ কিস্তি উত্তোলনের ০২ (দুই) বৎসর পরপর প্রাপ্যতা সাপেক্ষে উক্ত খাতে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

## ১০.০ অগ্রিমের নিরাপত্তা:

১০.১ জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট/তৈরি বাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম উত্তোলনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকি দলিল সম্পাদনের পূর্বে বিতরণ করার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অগ্রিম গ্রহীতার পদমর্যাদা বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার বা এক গ্রেড নিচের একজন ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিকট হইতে ৩০০/- (তিন শত) টাকা বা মঞ্জুরকালীন প্রযোজ্য হারে স্ট্যাম্পের উপর ছক-৭ মোতাবেক জামিননামা সম্পাদন করিতে হইবে। জমি/তৈরি বাড়ি বা ফ্ল্যাট ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন না করা পর্যন্ত উক্ত জামিননামা বহাল থাকিবে। এই ক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, দুইজন অগ্রিম গ্রহীতা পরস্পরের জামিনদার হইতে পারিবেন না এবং একটি জামিন বহাল থাকাবস্থায় অন্য কোনো অগ্রিমের জন্য জামিনদার হওয়া যাইবে না। প্রাপ্ত অগ্রিমের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যগণকে পৃথক পৃথকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন নিশ্চয়তানামা দাখিল করিতে হইবে।

১০.২ তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় দলিল সম্পাদনের দিনে ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিক্রেতার অনুকূলে ইস্যুকৃত পেমেন্ট অর্ডারসহ রেজিস্ট্রি অফিসে উপস্থিত হইয়া সাব-কবলা দলিল রেজিস্ট্রেশনের পর তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট বিক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ গ্রহণপূর্বক পেমেন্ট অর্ডার হস্তান্তর করিবেন। তিনি সাব-কবলা দলিলের রসিদ ও পেমেন্ট অর্ডার হস্তান্তরের প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের নথিতে সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমা দিবেন। মূল দলিল ব্যাংকের সহযোগিতায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হইতে নিজ দায়িত্বে উত্তোলন করিয়া ব্যাংকে জমা দিতে হইবে; ব্যর্থতায় তার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অগ্রিম গ্রহীতার উপর বর্তাইবে।

১০.৩ জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট/তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম যাহাই মঞ্জুর করা হউক না কেন, উহার সমপরিমাণ টাকার জন্য ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত বন্ধকি দলিল সম্পাদন করিতে হইবে। তফসিল অপরিবর্তিত থাকিলে নিবন্ধনকৃত দলিল একবার সম্পাদন করা হইলে পুনরায় ব্যাংকের অনুকূলে নিবন্ধনকৃত দলিল সম্পাদনের প্রয়োজন নাই। পরবর্তীতে সকল মঞ্জুরির ক্ষেত্রে কেবল সমবন্ধকি দলিল (ছক-৫) সম্পাদন করিতে হইবে। গ্রুপ অগ্রিমের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যগণকে পৃথক পৃথকভাবে ছক-৪ মোতাবেক বন্ধকি দলিল/ছক-৪ মোতাবেক সমবন্ধকি দলিল সম্পাদন করিতে হইবে। ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকি দলিলের খরচ ব্যাংক কর্তৃক পুনর্ভরণ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত টাকার উপর বন্ধকি দলিল সম্পাদন করিতে (স্ট্যাম্প খরচ ও রেজিস্ট্রেশন ফি) যেই টাকা খরচ হইবে, ইহার ৩৫% ব্যাংক থেকে পুনর্ভরণ দেওয়া হইবে।

১০.৪ গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহীতা কর্তৃক সম্পূর্ণ অগ্রিম পরিশোধের পর আবেদনের (ছক-৮) পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রি আইন অনুযায়ী সংযুক্তি ছক-৯ মোতাবেক নিজ খরচে সম্পত্তি অবমুক্ত করা যাইবে এবং ব্যাংকের পক্ষ হইতে একজন কর্মকর্তাকে অবমুক্তির দলিলে স্বাক্ষরের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে।

১০.৫ অগ্রিম গ্রহীতা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে/অবসর গ্রহণ করিলে/চাকুরীচ্যুত হইলে বা অগ্রিমের শর্তানুযায়ী কিস্তি প্রদান/অগ্রিম সমন্বয়ে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক তাঁহার বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বকেয়া আদায় বা সমন্বয় করিতে পারিবে মর্মে নির্ধারিত মূল্যমানের স্ট্যাম্পের উপর অঙ্গীকার নিতে হইবে। পাশাপাশি অগ্রিম গ্রহীতার মনোনয়নের ভিত্তিতে অগ্রিম পরিশোধের বিষয়ে তাহার নমিনি (স্ত্রী/স্বামী/উত্তরাধিকারী)-এর অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে (ছক-৩)।

১০.৬ জমি/ফ্ল্যাট/তৈরি বাড়ি ক্রয়ের ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে অগ্রিম গ্রহীতাকে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধকি দলিল সম্পাদন এবং বন্ধকি দলিলের সার্টিফাইড কপি ও দলিল রেজিস্ট্রেশনের মূল রসিদ ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। মূল বন্ধকি দলিল ব্যাংকের সহযোগিতায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হইতে নিজ দায়িত্বে উত্তোলন করিয়া ব্যাংকে জমা দিতে হইবে; ব্যর্থতায় তার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অগ্রিম গ্রহীতার উপর বর্তাইবে।

১০.৭ নিবন্ধনকৃত বন্ধকি দলিল সম্পাদনের পূর্বে প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকের আইন উপদেষ্টা/মাঠ কার্যালয়ের ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবী কর্তৃক প্রস্তাবিত সম্পত্তির মালিকানাস্বত্ব-সংক্রান্ত দলিল ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাইপূর্বক ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে যথেষ্ট এবং বন্ধকযোগ্য মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে।

১০.৮ যদি কোনো কারণে জমির মালিকানাস্বত্ব-সংক্রান্ত দলিল ও কাগজপত্র যথাবিহীত/ঠিক না থাকে এবং ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষার্থে যথেষ্ট নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে অগ্রিম গ্রহীতাকে গৃহীত অগ্রিমের সম্পূর্ণ টাকা সুদসহ একসাথে ফেরত দিতে হইবে। অগ্রিম গ্রহীতা যদি অগ্রিম ফেরত দিতে ব্যর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে ১৬.২ ও ১৬.৩ উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১০.৯ সুদ, অন্যান্য পাওনাসহ প্রদত্ত অগ্রিমের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক বহাল থাকিবে। কোনো অবস্থাতেই ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত ব্যাংকের নিকট বন্ধককৃত সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর, পরিবর্তন বা দায়বদ্ধ করা যাইবে না।

১০.১০ নিলাম-অযোগ্য বসতবাড়িতে (Home stead) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না।

১০.১১ অগ্রিমের বিপরীতে ডিপি নোট গ্রহণ করিতে হইবে।

১০.১২ অগ্রিম যে উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া উত্তোলন-পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সদ্ব্যবহার প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণ ছাড়া যদি কেহ এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তোলিত কিস্তির অর্থ মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুসারে সদ্ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হন, তবে মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পর ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে পুঞ্জীভূত সুদসহ অগ্রিমের সমুদয় অর্থ ব্যাংকের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে। ব্যর্থতায় মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পরের দিন হইতে সমুদয় অগ্রিমের উপর ব্যাংক রেটের দ্বিগুণ হার এবং প্রচলিত সাধারণ ঋণের সুদের হার এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম হইবে, সেই হারে সুদ আরোপ করা হইবে। এইরূপ অগ্রিম গ্রহীতাকে ভবিষ্যতে আর কোনো গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রদান করা হইবে না।

## ১১.০ অগ্রিম বিতরণ:

১১.১ মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের টাকা অত্র নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পরিপালন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিতরণ করা হইবে।

১১.২ নির্মাণকাজের জন্য মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম অত্র নীতিমালার ১০.৩ নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পালনের পর নির্মিতব্য বাড়ির ধরন, নির্মাণ প্রকৃতি ও কাজের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করিয়া ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক হইলে একাধিক কিস্তিতে বিতরণ করিতে হইবে। তবে পূর্বে বিতরণকৃত অগ্রিমের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর পরবর্তী কিস্তি বিতরণ করিতে হইবে।

১১.৩ জমি ক্রয়/তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের অর্থ অগ্রিম গ্রহীতা কর্তৃক নীতিমালার ১০.১ নং উপ-অনুচ্ছেদের শর্ত পালন সাপেক্ষে বিতরণ করা হইবে এবং বিক্রেতা কর্তৃক সাব-কবলা দলিল নিবন্ধন করিবার সময় অবশিষ্ট টাকা বিতরণ করা হইবে।

## ১২.০ অগ্রিমের সুদের হার:

গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের উপর ব্যাংক রেটে বার্ষিক সরল সুদ আরোপিত হইবে। ব্যাংক রেট পরিবর্তনের সাথে সাথে সুদের হারও পরিবর্তন হইবে। অগ্রিম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে আসল এবং পরে সুদ সমন্বয় করিতে হইবে।

## ১৩.০ অগ্রিমের মাসিক কিস্তি নির্ধারণ ও পরিশোধ পদ্ধতি:

১৩.১ মঞ্জুরির তারিখনির্বিশেষে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের উপর ০.৩% হারে মাসিক বেতন হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের কিস্তি কর্তন করিতে হইবে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিশেষ কারণে (পবিত্র ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা; প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন– করোনাভাইরাসের প্রকোপ) অগ্রিমের পরিশোধ-কিস্তি কর্তন স্থগিতকরণের বিষয়ে কোনো আবেদন পাওয়া গেলে এতদ্‌বিষয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৩.২ অন্যত্র যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, অগ্রিম গ্রহীতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রিমের মাসিক পরিশোধ-কিস্তি, টেক-হোম-পে মূল বেতনের এক-তৃতীয়াংশের কম না হওয়া সাপেক্ষে, স্বাভাবিক কিস্তির অধিক যেকোনো অঙ্কে নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে 'স্বাভাবিক কিস্তি' বলিতে ১৩.১ নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত পরিশোধ-কিস্তিকে বুঝাইবে।

১৩.৩ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারনিয়ন্ত্রিত অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে যোগদান করিলে এই সুবিধা দেওয়া যাইবে না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে অত্র ব্যাংকের যাবতীয় পাওনা সমন্বয় সাপেক্ষে ছাড়পত্র দেওয়া যাইবে। পূর্ববর্তী নীতিমালা মোতাবেক যাঁহারা অগ্রিম গ্রহণ করিয়া সুবিধাদি ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে। কেহ তাঁহার চাকুরী লিয়েন রাখিয়া অন্যত্র চাকুরী করিলে সেই ক্ষেত্রে তাঁহার কিস্তি কর্তন অব্যাহত থাকিবে। তাঁহার কিস্তি নিয়মিত পরিশোধের জন্য নিশ্চয়তাকারীসহ অঙ্গীকারপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩.৪ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের টাকা অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা তাঁহার বৈধ প্রতিনিধি, উত্তরাধিকারী, স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আদায় করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে অগ্রিমের বিপরীতে রক্ষিত জামানত বিক্রয়ের মাধ্যমে বা অন্য কোনো আইনানুগ পন্থায় আদায় করিতে পারিবে।

## ১৪.০ গ্রেস পিরিয়ড:

গৃহ নির্মাণ অগ্রিমে জমি ক্রয়/নির্মাণ খাতে প্রতি দফায় মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের সংশ্লিষ্ট কিস্তি উত্তোলনের ১৮ মাস (গ্রেস পিরিয়ড) পর হইতে পরিশোধ-কিস্তি কর্তন শুরু হইবে। অন্য সকল ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের সংশ্লিষ্ট কিস্তি উত্তোলনের ১২ মাস (গ্রেস পিরিয়ড) পর হইতে কিস্তি কর্তন শুরু হইবে।

## ১৫.০ অবসরকালীন আদায় পদ্ধতি:

১৫.১ অগ্রিম গ্রহীতার অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) শেষ হওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে পরিশোধ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে। পরবর্তী সময়ে অগ্রিম গ্রহীতার প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধা (আর্থিক সুবিধা বলিতে পেনশন আনুতোষিক, ভবিষ্য তহবিল, ছুটি নগদায়ন ইত্যাদি বুঝাইবে) হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অনাদায়ি স্থিতি (প্রথমে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আসল) এককালীন সমন্বয় করিতে হইবে। উক্তরূপে সমন্বয়ের পর দায়দেনা অবশিষ্ট থাকিলে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

পেনশনার/উত্তরাধিকারের নিকট হইতে অঙ্গীকারনামা গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট পেনশন প্রদানকারী শাখা ব্যবস্থাপক মাসিক পেনশন হইতে আদায়/সমন্বয় করিবেন।

১৫.২ অনাদায়ি আসলের স্থিতির উপর ব্যাংক রেটের অতিরিক্ত ৪% হারে (অর্থাৎ ৮% যা ব্যাংক রেটের সাথে পরিবর্তনশীল) সুদ আরোপ করিতে হইবে।

১৫.৩ কোনো অগ্রিম গ্রহীতার দায়দেনা ১৫ (পনেরো) বছরে প্রাপ্য পেনশনের পরিমাণের চেয়ে বেশি হইলে সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পেনশন প্রদানকারী শাখাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনগত ব্যবস্থা) করিতে হইবে।

## ১৬.০ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ, চাকুরীচ্যুত বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আদায়:

কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী স্বেচ্ছায় চাকুরি ত্যাগ করিলে অথবা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান/চাকুরি থেকে বরখাস্তকৃত/চাকুরীচ্যুত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল/আনুতোষিক ও ছুটি নগদায়ন (যদি থাকে) থেকে অগ্রিমের পাওনা সমন্বয় করা হইবে। উক্তরূপে সমন্বয়ের পর দায়দেনা অবশিষ্ট থাকিলে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

১৬.১ আসলের স্থিতির উপর ব্যাংক রেটের অতিরিক্ত ৪% হারে (অর্থাৎ ৮% যা ব্যাংক রেটের সাথে পরিবর্তনশীল) সুদ আরোপ করিতে হইবে।

১৬.২ নথি সংরক্ষণকারী অফিস/কার্যালয় ছক-১১ মোতাবেক ডিমান্ড নোটিশ ইস্যু করিবে।

১৬.৩ এতৎসত্ত্বেও অগ্রিমের টাকা আদায় না হইলে বন্ধকি সম্পত্তি যেই এলাকার আওতাধীন, সেই এলাকার শাখা ছক-১২ মোতাবেক লিগ্যাল নোটিশ ইস্যু করিবে; প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অগ্রিম গ্রহীতার বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিবে। বিকেবি-বহির্ভূত এলাকাসমূহের ক্ষেত্রে আইন বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

## ১৭.০ সাধারণ নিয়মাবলি:

১৭.১ জমি ক্রয় অথবা প্রজাস্বত্ব অর্জনের শর্তানুযায়ী প্রস্তাবিত জমির উপর আবেদনকারীর বৈধ মালিকানাস্বত্ব যাচাই করিবার নিমিত্ত ব্যাংকের নিকট অগ্রিম গ্রহীতাকে নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র জমা দিতে হইবে:

১৭.১.১ মূল ক্রয় দলিল, বায়া দলিলসমূহ; মূল ক্রয় দলিল হস্তগত না হইলে রেজিস্ট্রেশন অফিস কর্তৃক ইস্যুকৃত সাব-কবলা দলিলের মূল রসিদ এবং দলিলের সার্টিফাইড কপি।

১৭.১.২ উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সনদপত্র;

১৭.১.৩ সর্বশেষ জরিপ মোতাবেক খতিয়ানের সার্টিফাইড কপিসহ ধারাবাহিক যাবতীয় কাগজপত্র এবং আইন উপদেষ্টার পরামর্শের ভিত্তিতে আনুষঙ্গিক কাগজপত্র;

নামজারি খতিয়ান; সম্পত্তির ক্রয়পূর্ব ১২ বৎসরের দায়মুক্ত সার্টিফিকেট, হালনাগাদ খাজনা পরিশোধের রসিদ; লিজপ্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংকের নিকট বন্ধক দেওয়ার বিষয়ে অনাপত্তিপত্র।

বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মূল দলিল, বায়া দলিল, সকল পর্চা, সর্বশেষ জরিপ, মৌজা ম্যাপ, নামজারি, ডিসিআর ও হালনাগাদ খাজনা রসিদ গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নথিতে সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকে জমা দিতে হইবে।

১৭.২ মূল দলিল নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে পাওয়া না গেলে (পুড়ে গেলে, নষ্ট হলে, হারিয়ে গেলে ইত্যাদি) বিষয়টি স্থানীয় থানায় জিডি এন্ট্রি করে একটি দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অগ্রিম গ্রহীতার নিকট হইতে যথাযথ মূল্যমানের স্ট্যাম্পে ইনডেমনিটি বন্ড নিয়া সার্টিফাইড কপি গ্রহণ করা যাইবে।

১৭.৩ প্রধান কার্যালয়/আন্তঃবিভাগ/অঞ্চল বদলির ফলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ পরিবর্তন হইলেও যে কার্যালয় আবেদন পত্র গ্রহণ করিয়াছে সেই কার্যালয়ের বাজেট হইতে উক্ত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে অগ্রিম মঞ্জুর করিয়া মঞ্জুরীপত্রসহ গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নথি বর্তমান কর্মস্থলে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৭.৪ সমবন্ধকি দলিল সম্পাদনের পর উহার মূল কপি ব্যাংকে জমা দিতে হইবে।

১৭.৫ নির্মাণকাজের জন্য অগ্রিমের আবেদনের সহিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাড়ির নকশা এবং একজন প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যায়িত নির্মাণকাজের স্তরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ ব্যাংকে জমা দিতে হইবে।

১৭.৬ তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র, অনুমোদিত নকশা এবং মালিকানাস্বত্ব সম্পর্কিত ১৭.১ নং উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

১৭.৭ ব্যাংক অগ্রিমের মাধ্যমে নির্মাণাধীন বাড়ির নির্মাণকাজের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ের জন্য দুইটি এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে একটি করিয়া কমিটি থাকিবে। অগ্রিম গ্রহীতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি ছক-২ মোতাবেক সদ্ব্যবহার প্রতিবেদন দাখিল করিবে। সদ্ব্যবহার কমিটিসমূহের গঠন ও দায়িত্ব নিম্নরূপ হইবে:

১৭.৭.১ প্রধান কার্যালয়ের জন্য কমিটি:

১ম কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| (১) | উপমহাব্যবস্থাপক, এস্টেট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ | সভাপতি |
| (২) | সহকারী মহাব্যবস্থাপক/উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, নিরীক্ষা বিভাগ | সদস্য |
| (৩) | সহকারী মহাব্যবস্থাপক/উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, প্রকিউরমেন্ট এবং কর্মী কল্যাণ ও পরিবহন বিভাগ | সদস্য |
| (৪) | নির্বাহী প্রকৌশলী, এস্টেট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ | সদস্যসচিব |

২য় কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| (১) | সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এস্টেট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ | সভাপতি |
| (২) | উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, নিরীক্ষা বিভাগ | সদস্য |
| (৩) | উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, প্রকিউরমেন্ট এবং কর্মী কল্যাণ ও পরিবহন বিভাগ | সদস্য |
| (৪) | সহকারী প্রকৌশলী, এস্টেট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ | সদস্যসচিব |

১ম কমিটি প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা ও তদূর্ধ্ব এবং ২য় কমিটি মুখ্য কর্মকর্তা ও তদ্‌নিম্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ক্রয়কৃত জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট, যৌথ উদ্যোগে নির্মিত ফ্ল্যাট এবং নির্মাণাধীন বাড়ি সরেজমিনে পরিদর্শন করিবে এবং কাজের সঠিক অগ্রগতি সম্পর্কে রিপোর্ট দিবে।

১৭.৭.২ আঞ্চলিক পর্যায়ের কমিটি:

| | | |
|---|---|---|
| (১) | মুখ্য আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক | সভাপতি |
| (২) | আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা | সদস্য |
| (৩) | নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়) | সদস্যসচিব |

এই কমিটি স্ব-স্ব অঞ্চলের আওতাভুক্ত স্থানে অগ্রিমের মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট, যৌথ উদ্যোগে নির্মিত ফ্ল্যাট ও নির্মাণাধীন বাড়ি সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন এবং কাজের সঠিক অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করিবেন। আঞ্চলিক কমিটি বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সদ্ব্যবহার প্রতিবেদন পেশ করিবে। তবে বিকেবি-বহির্ভূত এলাকায় অগ্রিম গ্রহীতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক'-এর মাধ্যমে সদ্ব্যবহার প্রতিবেদন সংগ্রহ করিতে হইবে।

১৭.৮ উপরিউক্ত ১৭.৭.১ ও ১৭.৭.২ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটিসমূহ ছাড়াও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এতৎসংক্রান্ত বিশেষ পরিদর্শন দল গঠনকরত নির্মাণাধীন বাড়িঘরের নির্মাণকাজের অগ্রগতি তথা গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।

১৭.৯ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কোনো প্রতিবেদন ভিত্তিহীন প্রমাণিত হইলে প্রতিবেদনকারী কমিটিকে যৌথভাবে দায়ী করা হইবে।

১৭.১০ ভূমি ও বাড়ির পৌর কর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে দেয় খাজনা, কর ইত্যাদির রসিদ প্রয়োজনে ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হইবে। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক উক্ত দেয় কর পরিশোধিত না হইলে নিয়মিত কিস্তি ছাড়াও উক্ত দেয় কর/খাজনা সুদসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সরাসরি পরিশোধের জন্য ব্যাংক তাঁহার বেতন হইতে কাটিয়া লইতে পারিবে।

১৭.১১ অগ্রিম গ্রহীতা জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণসংক্রান্ত হিসাব ও ভাউচার, চালান, রসিদ ইত্যাদি সংরক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে যাবতীয় খরচের যথাযথ হিসাব ব্যাংকের নিকট জমা দিবেন। জমি ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম দ্বারা জমি ক্রয়ের পর জমির মূল্য, প্রামাণ্য ডকুমেন্টস, অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন রসিদ ও স্ট্যাম্প খরচ জমির মূল্যের সাথে যোগ করিয়া অগ্রিমের ব্যবহার প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

১৭.১২ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অগ্রিম প্রদানে বিলম্ব হইবার দরুন উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকিবে না।

১৭.১৩ বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালার অধীনে যাঁহারা ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ বা আংশিক অগ্রিম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই নীতিমালার আলোকে অগ্রিমের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সমুদয় অগ্রিম এই নীতিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৭.১৪ সকল মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ হইবে ০১ (এক) বৎসর। তবে নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্রিম উত্তোলন করিতে না পারিলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মঞ্জুরির মেয়াদ অতিক্রমের পূর্বেই মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া মঞ্জুরির মেয়াদ ০১ (এক) বৎসর বর্ধিত করিতে পারিবে। ইহা ছাড়াও একাধিক কিস্তিতে বিতরণের শর্তে মঞ্জুরীকৃত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ১ম কিস্তি উত্তোলনের পরবর্তী ০২ (দুই) বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট কিস্তিগুলো উত্তোলন করিতে হইবে। এরপরও উক্ত টাকা ব্যবহার করিতে না পারিলে উক্ত মঞ্জুরীপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭.১৫ কোনো অগ্রিম গ্রহীতা কিংবা তাঁহার নমিনি/উত্তরাধিকারী পরিশোধ-কিস্তি খেলাপ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে কেসের গুণাগুণ (মেরিট) বিবেচনায় মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ব্যাংক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭.১৬ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের মঞ্জুরীপত্রের শর্তানুযায়ী গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের কিস্তি যথাযথ কর্তনের বিষয়টি শাখা ব্যবস্থাপক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে। কোনো শাখা ব্যবস্থাপক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের কিস্তি মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অনুযায়ী কর্তন না করিলে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক/নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে এবং প্রয়োজনে চাকুরি প্রবিধানমালা মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৭.১৭ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তায় কোনো ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ থাকা অবস্থায় গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না।

১৭.১৮ উপ-অনুচ্ছেদ ৪.১১/৪.১২ মোতাবেক জামানতি সম্পত্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাটের মূল্য ইতিপূর্বে প্রদানকৃত অগ্রিমের সমান বা বেশি হইতে হইবে। বিদ্যমান বাড়ি/ফ্ল্যাট বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি অগ্রিম হিসাবের স্থিতির সমপরিমাণ বা অধিক হয়, তবে সমুদয় টাকা অথবা কম হইলে সেই পরিমাণ টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিজস্ব উৎস হইতে প্রদানপূর্বক বাড়ি/ফ্ল্যাট বিক্রয়লব্ধ অর্থসহ সমুদয় টাকা বিবিধ প্রদেয় খাতে জমা রাখিতে হইবে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সম্পত্তি অবমুক্তকরণের অনুমতি প্রদান করা যাইবে। ব্যাংকের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে একই দিনে অবমুক্তকরণ এবং বিক্রয় দলিল সম্পাদন করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিকেবির অনুকূলে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ডিডির মাধ্যমে ব্যাংকে জমা করিবেন। জমাকৃত অর্থ অনতিবিলম্বে অগ্রিম গ্রহীতার বেতন প্রদানকারী শাখায় বিবিধ প্রদেয় খাতে সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রেরণ করিতে হইবে। অবমুক্তকরণ-পরবর্তী ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত জমি/তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় দলিল (রেজিস্ট্রিকৃত) সম্পন্ন করিতে হইবে। গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিতরণের জন্য সকল নিয়মাচার যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক বিবিধ প্রদেয় খাত হইতে বিতরণ করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় করিতে ব্যর্থ হইলে বিবিধ প্রদেয় খাতে জমাকৃত টাকা বিকলন করিয়া অগ্রিম গ্রহীতার ঋণ হিসাবটি সমন্বয় করা যাইবে।

১৭.১৯ সকল ক্ষেত্রে অবমুক্তির যাবতীয় খরচ অগ্রিম গ্রহীতাকেই বহন করিতে হইবে।

১৭.২০ অগ্রিম গ্রহীতা কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী তাঁহার ভবিষ্য তহবিল বা আনুতোষিক হইতে কোনো অর্থ তুলিতে পারিবেন না, যদি অগ্রিমের জন্য প্রদত্ত নিরাপত্তা ব্যাংক কর্তৃক যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হয়।

১৭.২১ সকল কার্যালয় কর্তৃক ছক-১০ মোতাবেক মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

১৭.২২ এই নীতিমালা জারি হওয়ার পর ইতিপূর্বে জারীকৃত ''বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা-২০১০''-সহ গৃহ নির্মাণ অগ্রিম সম্পর্কিত সকল প্রশাসনিক পরিপত্র/সার্কুলার লেটার/নির্দেশনা ইত্যাদি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। তবে ইতিপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত বহাল থাকিবে।

- সমাপ্ত -

২০/০৬/২০২৬

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি

# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

**........................................ শাখা/কার্যালয়।**

কর্মকর্তা/কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আবেদন

জ্যেষ্ঠতা নং

সূত্র নং- তারিখ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ০১। | আবেদনকারীর নাম | : | ০২। | পি এফ ইনডেক্স নং | : |
| ০৩। | জন্ম তারিখ | : | ০৪। | অবসরের তারিখ | : |
| ০৫। | বর্তমান পদবি | : | ০৬। | বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ | : |
| ০৭। | ব্যাংকে যোগদানের তারিখ | : | ০৮। | ব্যাংকে যোগদানের পদবি | : |
| ০৯। | বর্তমান কর্মস্থল | : | ১০। | মোবাইল নং | : |
| ১১। | এনআইডি নম্বর | : | ১২। | ই-টিন নম্বর | : |
| ১৩। | পিতার নাম | : | ১৪। | মাতার নাম | : |
| ১৫। | স্বামী/স্ত্রীর নাম | : | ১৬। | স্বামী/স্ত্রীর পেশা | : |

১৭। স্বামী/স্ত্রী কর্মজীবী হলে কর্মস্থলসহ গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সেই বিষয়ে তথ্য :

১৮। স্থায়ী ঠিকানা :

১৯। বেতন সংক্রান্ত তথ্য :

| মূল বেতন | মোট বেতন | মোট কর্তন | নীট বেতন/টেক হোম পে |
|---|---|---|---|
| | | | |

২০। প্রার্থীত অগ্রিমের পরিমাণ:

২১। প্রার্থীত অগ্রিমের উদ্দেশ্য –কাঙ্খিত ঘরে টিক(√) দিন : জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/তৈরি বাড়ি ক্রয়/গ্রুপ ভিত্তিক বাড়ি নির্মাণ/সংস্কার ও আধুনিকায়ন

(জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এলাকা উল্লেখ /নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশা, ব্যয় প্রাক্কলন ও জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে)

২২। ইতিপূর্বে গৃহীত অগ্রিমের পরিমাণ ও উদ্দেশ্য (যদি থাকে) :

২৩। গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সিলিং নির্ধারণ প্রস্তাব : পি.এফসহ সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ/ পি.এফ ছাড়া সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ

২৪। ভোগকৃত অন্যান্য ঋণের তথ্য :
{পার্সোনাল লোন (বেতনের বিপরীতে অগ্রিম), ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, গাড়ি/মোটর সাইকেল/বাই-সাইকেল এবং অন্যান্য যাবতীয় ঋণ/অগ্রিম}

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরিউক্ত তথ্যাবলি সত্য। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, প্রার্থীত অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও নিয়মাবলি আমি পালন করিতে বাধ্য থাকিব। পরিবেশিত তথ্যাবলি এবং এতদ্‌সঙ্গে দাখিলকৃত কাগজপত্রে ভুল-ত্রুটি প্রমাণ হইলে ইহার দায় দায়িত্ব আমার উপর বর্তাইবে এবং আমার আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিস্বাক্ষর:
(নাম ও পদবিসহ সীল)

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
তারিখ:

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভুল তথ্য সম্বলিত ও অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।)
আবেদনের সহিত যে সকল কাগজপত্র দেওয়া হইবে তাহার তালিকা সংযুক্ত করিতে হইবে।

সংযুক্তি:

(ক) দায়দেনার বিবরণী;
(খ) মেয়াদোত্তীর্ন ঋণ নাই মর্মে ঘোষণাপত্র (ছক-১৩);
(গ) ইতিপূর্বে গৃহীত অগ্রিমের (যদি থাকে) কিস্তি কর্তনের বিবরণী।

# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

**-----------------------------কার্যালয়, --------------------------।**

## কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ব্যবহার প্রতিবেদন

**প্রথম অংশঃ (অগ্রিম গ্রহীতা কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)**

০১। অগ্রিম গ্রহণকারীর নাম:

০২। ভবিষ্য তহবিল সূচক নং:

০৩। পদবি:

০৪। বর্তমান কর্মস্থল:

০৫। মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের পরিমাণ:

০৬। সর্বশেষ কিস্তিতে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ:

০৭। অগ্রিমের টাকায় ক্রয়কৃত জমি/নির্মাণাধীন ভবনের অবস্থান:

| জেলা | থানা/উপজেলা | মৌজা | জে, এল, নং | খতিয়ান নং | দাগ নং | জমির পরিমাণ/ আয়তন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

৮। নির্মাণ/তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে:

(ক) নকশা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ:

(খ) নকশা অনুমোদনের তারিখ:

(গ) অনুমোদিত নকশা অনুসারে প্লিন্থ এরিয়া:

(ঘ) কত তলা ইমারত নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে:

(ঙ) নির্মাণের ধরন- কাঙ্খিত ঘরে টিক(√) দিনঃ ব্রিক ফাউন্ডেশন/আর.সি.সি ফাউন্ডেশন/সেমি পাকা।

**দ্বিতীয় অংশঃ (সদ্ব্যবহার কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পূরণ করিতে হইবে। অগ্রিম গ্রহীতা কমিটির সদস্যগণকে অনুমোদিত নকশা প্রদর্শণ করিবেন)।**

১। নির্মাণাধীন বাড়ি/তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাটের পত্র যোগাযোগের ঠিকানা:

২। জমি/ভবন অগ্রিম গ্রহীতার নিরঙ্কুশ দখলে আছে কিনা:

৩। জমি/ভবন এলাকায় বসবাস উপযোগী রাস্তা/বিদ্যুৎ/পয়ঃনিষ্কাশন/গ্যাস ইত্যাদি নাগরিক সুবিধা বিদ্যমান কিনা:

৪। বর্তমান সম্পন্ন করা নির্মাণ কাজের বিবরণ:

(ক) ইমারতের ধরন (সেমি পাকা/পাকা):

(খ) প্লিন্থ এরিয়া:

(গ) ফাউন্ডেশনের ধরন (ব্রিক/আর.সি.সি/সেমি পাকা/তলা):

(ঘ) ইতঃপূর্বে সম্পাদিত কাজের বিবরণ:

| ক্রমিক | কাজের বিবরণ | কাজের পরিমাণ | একক দর/মূল্য | টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১। | | | | |
| ২। | | | | |
| ৩। | | | | |
| | মোট ব্যয়িত টাকা: | | | |

চলমান পৃষ্ঠা- ০২

৫। সর্বশেষ বিতরণকৃত কিস্তি দ্বারা সম্পাদিত কাজের বিস্তারিত বিবরণ: (প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয়/চতুর্থ/............ তলা)

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ | কাজের পরিমাণ | একক দর/মূল্য | টাকার পরিমাণ |
|---|---|---|---|---|
| ১। | জমি ক্রয় | | | |
| ২। | ভূমি উন্নয়ন | | | |
| ৩। | পাইলিং কাজ | | | |
| ৪। | আর. সি. সি ও ব্রিক ফাউন্ডেশন কাজ (প্লিন্থ পর্যন্ত) | | | |
| ৫। | ১০"/৫'' ব্রিকের কাজ (প্লিন্থের উপরে) | | | |
| ৬। | ছাদসহ আর. সি. সি কাজ (প্লিন্থের উপরে) | | | |
| ৭। | জানালা/দরজার চৌকাঠ ও পাল্লা | | | |
| ৮। | জানালার ও বারান্দার গ্রীল | | | |
| ৯। | সেনিটারীর কাজ (ফিটিংসহ) | | | |
| ১০। | পানি সরবরাহের কাজ | | | |
| ১১। | গ্যাস সংযোগ | | | |
| ১২। | বিদ্যুৎ সংযোগ | | | |
| ১৩। | বাউন্ডারী ওয়াল | | | |
| ১৪। | কলাপসিবেল/মেইনগেট | | | |
| ১৫। | রং ফিনিশিং | | | |
| ১৬। | | | | |
| ১৭। | | | | |
| ১৮। | | | | |
| ১৯। | | | | |
| ২০। | মজুত মালামাল (যদি থাকে পৃথক তালিকা সংযুক্ত করিতে হইবে। ) | | | |
| মোট ব্যয়িত টাকা: | | | | |

৬। অসম্পূর্ণ কাজের বিবরণ:

৭। অসম্পূর্ণ কাজের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ:

৮। আবেদনকারীকে প্রার্থীত অগ্রিম/কিস্তির টাকা প্রদানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত/সুপারিশ:

৯। কমিটির প্রত্যয়ন:

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আলোচ্য ব্যবহার প্রতিবেদন সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রস্তুত করা হইয়াছে। সন্নিবেশিত তথ্যাদি আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে ঠিক আছে।

সদস্য সচিব | সদস্য | সদস্য | সভাপতি

# অঙ্গীকার ও মনোনয়ন

(যথাযথ মূল্যমানের ষ্ট্যাম্পের উপর সম্পাদন করিতে হইবে।)

আমি............................................,পদবি:.........................,কর্মস্থল:................................,পিতা/স্বামী:................. মাতা: ................................................, ভবিষ্য তহবিল সূচক নং ........................এই মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণকালে অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) শেষ হওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক পদ্ধতিতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের কিস্তি পরিশোধ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিব। পরবর্তীতে আমার প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি (আর্থিক সুবিধাদি বলিতে পেনশন আনুতোষিক, ভবিষ্য তহবিল, ছুটি নগদায়ন ইত্যাদি বুঝাইবে) হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অনাদায়ি স্থিতি এককালীন সমন্বয় করা যাইবে এবং চাকুরিচ্যুত হইলে/স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে/অবসর গ্রহণ করিলে বা অগ্রিমের শর্তানুযায়ী কিস্তি প্রদান/অগ্রিম সমন্বয়ে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া/প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের বকেয়া আদায় বা সমন্বয় করিতে পারিবে।

০২। আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের পাওনা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ/সমন্বয় হওয়ার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইলে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের বকেয়া আমার নিম্নবর্ণিত নমিনির (স্ত্রী/স্বামী/উত্তরাধিকারী) উপর বর্তাইবে এবং নমিনি ধার্যকৃত সুদসহ উক্ত অগ্রিমের টাকা ব্যাংককে পরিশোধের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছেন।

০৩। নমিনির (স্ত্রী/স্বামী/অভিভাবক/উত্তরাধিকারী) নাম:..................................., সম্পর্ক:......................বয়স:.......................... নমিনির পিতা/স্বামীর নাম: .............................. নমিনির মাতার নাম:................................................... নমিনির ঠিকানা: ............................................................... ।

০৪। আমার অবর্তমানে ব্যাংকের পাওনা টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার পর অবমুক্তকরণ সাপেক্ষে আমার গৃহ নির্মান অগ্রিমের নথিতে জমাকৃত বন্ধকি সম্পত্তির কাগজপত্র উপরে বর্ণিত নমিনির মাধ্যমে ফেরত প্রদান করিবার জন্য মনোনীত নমিনির স্বাক্ষর নিম্নে সত্যায়িত করা হইল।

০৫। আমরা (অগ্রিম গ্রহীতা এবং নমিনি) স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কাহারো দ্বারা প্ররোচিত না হইয়া উপরিউক্ত শর্তসমূহ সম্মত হইয়া অত্র অঙ্গীকার ও মনোনয়নপত্রে নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের সম্মুখে অদ্য .................................. তারিখে স্বাক্ষর করিলাম।

অগ্রিম গ্রহীতার পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখ:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

অগ্রিম গ্রহীতার
পাসপোর্ট আকারের
সত্যায়িত ছবি

নমিনির পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখ:
নাম:
ঠিকানা:
মোবাইল নম্বর:
এনআইডি নম্বর:

নমিনির
পাসপোর্ট আকারের
সত্যায়িত ছবি

স্বাক্ষীগণ:

০১।
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

নমিনির স্বাক্ষর:

সত্যায়িত
অগ্রিম গ্রহীতার স্বাক্ষর:

০২।
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

## বন্ধকি দলিল

অত্র বন্ধকনামা দলিল -------------------------- খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সম্পাদিত হইল যাহার একপক্ষে রহিয়াছেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী জনাব ---------------------( ভ.ত. সূচক নং -----------) পিতা--------------------- মাতা ---------------- যাহার স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম: ----------------ডাকঘর: ----------- থানা/উপজেলা: -------------- জেলা: ---------------- যার বর্তমান পদবি: ------------------, কর্মস্থল: -------------------------। অতঃপর যিনি বন্ধকদাতা (অত্র বন্ধকনামা বিষয়বস্তু অনুসারে উক্ত শব্দ দ্বারা তাহার উত্তরাধিকারীগণ, নির্বাহকগণ, প্রশাসকগণ এবং মনোনীত ব্যক্তিগণকে বুঝাইবে) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং অপরপক্ষে রহিয়াছেন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, অতঃপর যিনি বন্ধক গ্রহীতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যেহেতু বন্ধকদাতা নিরঙ্কুশ "অথবা অন্য কোনো উপায়ে এই ভূমি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি দখলকার এবং মালিক, যাহা অতঃপর প্রদত্ত, হস্তান্তরিত এবং নিশ্চয়তাদানকৃত বলিয়া বর্ণিত এবং আখ্যায়িত হইয়াছে (অতঃপর যাহা উল্লিখিত উত্তরাধিকার সূত্রে/ক্রয় অথবা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে)। এবং যেহেতু ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিধি, যাহা অতঃপর "উল্লিখিত বিধি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং বন্ধকনামার বিষয়বস্তু অনুসারে যাহা দ্বারা আপাতত (বর্তমানে বলবৎ) উক্ত বিধির যে কোনো সংশোধন অথবা সংযোজনকে বুঝাইবে, এর আওতায় বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতাকে উল্লিখিত ------------- টাকা মাত্র অগ্রিম প্রদানে সম্মত হইয়াছেন।

এক্ষণে অত্র চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা যাইতেছে যে, উক্ত চুক্তি মোতাবেক এবং উহা সম্পাদনের তারিখ অথবা তৎপূর্বে বন্ধকদাতাকে -------------টাকা মাত্র (এতদ্বারা বন্ধক দাতা যাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন) প্রদানের প্রেক্ষিতে বন্ধকদাতা এতদ্বারা বন্ধক গ্রহীতার নিকট অঙ্গীকার করিতেছেন যে, তিনি আগামী -------------তারিখে উক্ত টাকা উল্লিখিত বিধি মোতাবেক উহার উপর ধার্যকৃত সুদ ফেরত প্রদান করিবেন এবং উক্ত তারিখে অগ্রিম ফেরত না দিলে উল্লিখিত বিধি মোতাবেক সুদ প্রদান করিবেন। অত্র বন্ধকনামা প্রমাণ করিতেছে যে পূর্ব বর্ণিত অগ্রিমের জন্য বন্ধকদাতা ........................................ জেলা--------- উপনিবন্ধকরণ জেলা ----------- এ অবিস্থিত কম অথবা বেশী ----------- পরিমাণ জমি যাহা বর্তমানে বন্ধকদাতার অধিকারে রহিয়াছে এবং যাহার সীমানা উত্তরে ------ দক্ষিণে------- পূর্বে ------------এবং পশ্চিমে ----------নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং উক্ত জমির উপরে বর্তমানে নির্মিত অথবা ভবিষ্যতে নির্মিতব্য বসতবাটী, বহিঃস্থ অফিস, নির্মিত পণ্যাগার এবং বহির্বাটীসহ সমুদয় স্বত্ব, স্বার্থ অধিকার ও দাবি বন্ধক গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করিতেছে এবং এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছে যে, উল্লিখিত উত্তরাধিকারসূত্রে, ক্রয় সূত্রে অথবা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি অথবা উহার অংশ বিশেষের উপর বর্তমানে নির্মিত অথবা ভবিষ্যতে নির্মিতব্য ইমারতসহ যাবতীয় আনুষঙ্গিক ততদিন পর্যন্ত বন্ধক গ্রহীতার ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইতেছে যতদিন পর্যন্ত না দায়মুক্ত হয়, এখানে শর্ত থাকে যে, যদি এবং যেইমাত্র অত্র জামিনের উপর প্রদত্ত অগ্রিম এবং উক্ত বিধি অনুযায়ী উহার উপর ধার্যকৃত সুদসহ টাকা --------------- মাত্র বন্ধকদাতার বেতন হইতে মাসিক কিস্তি কর্তন অথবা অন্য কোনোভাবে পরিশোধ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে বন্ধকদাতার অনুরোধক্রমে এবং বন্ধকদাতার খরচে উক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে, ক্রয় সূত্রে অথবা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বন্ধকদাতাকে অথবা তাহার নির্দেশনানুসারে পুনঃস্বত্বান্তর, পুনঃহস্তান্তর অথবা পুনর্নিশ্চিত করা হইবে এবং এতদ্বারা স্বীকার ও ঘোষণা করা যাইতেছে যে উক্ত টাকা ------------- মাত্র এবং উক্ত বিধি অনুযায়ী উহার উপর ধার্যকৃত সুদ পূর্ণ পরিশোধের পূর্বে যদি বন্ধকদাতার পক্ষ হইতে অত্র চুক্তিনামা লঙ্ঘন করা হয় অথবা যদি তাহার মৃত্যু ঘটে অথবা তিনি চাকুরি ছাড়িয়া যান এবং এ ধরনের যে কোনো ঘটনায় বন্ধকগ্রহীতার পক্ষে ক্রয় অথবা বিক্রয় এবং পুনঃবিক্রয়ের কোনো চুক্তি বাতিলের ক্ষমতাসহ এবং এতদ্বারা উদ্ভূত কোনো ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব ব্যতীত উক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি অথবা উহার অংশবিশেষ একত্রে অথবা পৃথকভাবে এবং প্রকাশ্য নিলাম অথবা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে বিক্রয় করা আইনসিদ্ধ হইবে এবং উক্ত বিক্রয়কে কার্যকর ও নিশ্চিত করার জন্য বন্ধকগ্রহীতা যাহা সঙ্গত মনে করিবেন সেই সকল আইন প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ঘরবাড়ি ও উহার অংশ বিশেষ ক্রয়মূল্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বন্ধকগ্রহীতার রসিদ ক্রেতা অথবা ক্রেতাগণকে উহা হইতে চূড়ান্তভাবে অব্যাহতি দিবে এবং এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, পূর্বে উল্লিখিত ক্ষমতা বলে পুনঃবিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকা বন্ধকগ্রহীতা অছিরূপে নিজ জিম্মায় রাখিবেন, উহা হইতে সর্ব প্রথমে উক্ত বিক্রয় বাবদ যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে অতঃপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদত্ত অত্র জামানতের অগ্রিম পরিশোধ করা হইবে এবং সর্বশেষ উদ্বৃত্ত অর্থ (যদি থাকে) বন্ধকদাতাকে প্রদান করিতে হইবে এবং এতদ্বারা স্বীকার ও ঘোষণা করা যাইতেছে যে, উক্ত বিধি অত্র জামানতের/বন্ধকনামার অংশরূপে গণ্য হইবে। এতদ্বারা বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতার সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হইতেছেন যে, অত্র জামানত বলবৎ থাকাকালে অত্র জামানত ও উক্ত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত তাহার পক্ষে পালনীয় ও করণীয় উক্ত বিধির সকল প্রবিধান এবং শর্ত পালন করিবেন এবং সম্পাদন করিবেন।

এতদ্বারা সম্যক জানিয়া বন্ধকদাতা সর্বপ্রথমে উল্লিখিত তারিখ ও বৎসরে দস্তখত করিলেন

সম্পত্তির তফসিল

| জেলা | থানা/উপজেলা | মৌজা | জে এল নং | খতিয়ান নং | দাগ নং | জমির পরিমাণ/ আয়তন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

পূর্ণ ঠিকানাসহ স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর:

বন্ধকদাতার স্বাক্ষর

১।

২।

## বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর নিকট ইতিপূর্বে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকের মাধ্যমে
## প্রদত্ত সম্পত্তি সম-বন্ধকদানের স্মারকলিপি

আমি ------------------------------(ভ. ত. সূচক নং ------), পদবি-------------,কর্মস্থল --------- এ কর্মরত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, যাহা অতঃপর 'ব্যাংক' নামে অভিহিত হইবে ( এতদ্বারা তাহাদের উত্তরাধিকারী এবং মনোনীত ব্যক্তিকে বুঝাইবে) এর একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী, পিতা --------------------, বর্তমানে -------------------------------------------------------- ঠিকানায় বসবাসরত এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি যে ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বিধি, যাহা অতঃপর 'উক্ত বিধি' বলিয়া অভিহিত হইবে (যাহা দ্বারা অত্র চুক্তিনামা অনুসারে বর্তমানে বলবৎ উক্ত বিধির যে কোনো সংশোধন ও সংযোজনকে বুঝাইবে) এর আওতায় নির্ধারিত সুদসহ আমাকে পূর্ব মঞ্জুরীকৃত টাকা -----------------এর জন্য সম-জিম্মা হিসাবে তফসিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট দলিল পত্রাদি যাহা ব্যাংকের বরাবর জমা রাখা হইল তাহা অত্র দলিল সম্পর্কিত আমার সম্পত্তি এবং উহার উপর ধার্যকৃত সুদের জামানত পূরণে পর্যাপ্ত হইবে এবং আমি স্বীকার করিতেছি যে, তফসিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট দলিলপত্র সম্পর্কিত যে সম্পত্তি ও উহার সুদের জন্য এই সম-জিম্মা প্রদান করা হইল তাহা উক্ত বিধি মোতাবেক নির্ধারিত উপচিত সুদসহ আমাকে উক্ত বিধির আওতায় মঞ্জুরীকৃত টাকা -----------------পরিশোধের নিরাপত্তা/জামিন/নিশ্চিত স্বরূপ ব্যাংকের অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকের মাধ্যমে সৃষ্ট দায়ের অতিরিক্ত এবং আমি এতদ্বারা আরও স্বীকার করিতেছি যে ব্যাংক কর্তৃক চাহিবা মাত্র নিজ খরচে আমাকে বর্তমানে মঞ্জুরীকৃত টাকার আসল এবং উহার উপর নির্ধারিত হারে উপচিত সুদসহ সমুদয় টাকা ------------পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ ব্যাংক যে রুপ চাহিবে সেই রুপে এবং সেইরূপ বিক্রয়ের ক্ষমতা ও অন্যান্য প্রবিধানসহ সেই সম্পত্তি আইনসম্মত বন্ধকের মাধ্যমে ব্যাংকের বরাবরে বৈধ দ্বিতীয়/তৃতীয় ------------আইনসম্মত দায় অথবা বন্ধক সম্পাদন করিব এবং আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে দলিলপত্রে বর্ণিত সম্পত্তি ব্যাংকের অনুকূলে আইনসম্মত বন্ধকের মাধ্যমে সৃষ্ট দায় ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার দায় অথবা দায়ভারে আবদ্ধ নয়।

এতদ্বার্থে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে -----------------------খ্রিষ্টাব্দ তারিখে দস্তখত করিলাম।

বর্ণিত তফসিল

------------তারিখে -----------------সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ------------ নং স্বত্বনামা দলিলের প্রত্যয়িত কপি যাহার বলে সি.এস দাগ নং------------সি.এস খতিয়ান নং -----------, এস.এ দাগ নং ------------, এস.এ খতিয়ান নং ---------, আর.এস দাগ নং -----------আর.এস খতিয়ান নং --------- জেলা ---------------- এর একখন্ড জমি পরিমাণ ---------- শতাংশ বর্তমানে দখলে, যাহার সীমানা উত্তরে -----------দক্ষিণে ----------পূর্বে ----------পশ্চিমে ----------------- দ্বারা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহার আইনসঙ্গত স্বত্ব ও স্বার্থের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

পূর্ণ ঠিকানাসহ স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর: বন্ধকদাতার স্বাক্ষর

১.

২.

# ঘোষণাপত্র

আমি .................................................. পিতা/স্বামীর নাম ................................................................................ বর্তমান কর্মস্থল ........................................................ এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অনুকূলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত/প্রদেয় কর্মকর্তা/কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের চাকুরিকালীন মাসিক পরিশোধ-কিস্তি আমার মাসিক বেতন হইতে কর্তন করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করিলাম। আমার ভবিষ্য তহবিল হিসাব হইতে ইতোমধ্যে গৃহীত ফেরতযোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করিলেও তাহা আমি অবসর-উত্তর ছুটিতে গমণের পূর্বেই পরিশোধ করিব এবং ভবিষ্যতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম দায়দেনা (পিএফসহ সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে) বিদ্যমান থাকাকালীন ভবিষ্য তহবিল হিসাব হইতে কোনো ধরনের অগ্রিম গ্রহণ করিব না। অবসর-উত্তর ছুটিতে গমনের পূর্ব পর্যন্ত আমি ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিব।

০২। আমার প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি (আর্থিক সুবিধাদি বলিতে পেনশন আনুতোষিক, ভবিষ্য তহবিল, ছুটি নগদায়ন ইত্যাদি বুঝাইবে) হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের অনাদায়ি স্থিতি এককালীন সমন্বয় করা যাইবে এবং চাকুরিচ্যুত হইলে/স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে/অবসর গ্রহণ করিলে বা অগ্রিমের শর্তানুযায়ী কিস্তি প্রদান/অগ্রিম সমন্বয়ে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের বকেয়া আদায় বা সমন্বয় করিতে পারিবে।

০৩। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, আমার অবসরগ্রহণকালে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদির (আর্থিক সুবিধাদি বলিতে পেনশন আনুতোষিক, ছুটি নগদায়ন ইত্যাদি বুঝাইবে) সহিত আমার ভবিষ্য তহবিল সূচক নং- ............................. এ জমাকৃত/জমাতব্য লভ্যাংশসহ সমুদয় টাকা আমার গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সাথে সমন্বয় করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সজ্ঞানে, সুস্থ মস্তিষ্কে ক্ষমতা প্রদান করিলাম। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আমার/আমার উত্তরাধিকারীগণের কোনো ওজর আপত্তি থাকিবে না।

০৪। আমি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদ্বয়ের (এইক্ষেত্রে সাক্ষী) সাক্ষাতে এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিলাম।

সাক্ষীগণঃ

০১।
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

০২।
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

আবেনকারীর পূর্ণ স্বাক্ষর ও তারিখ:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
## ------------ কার্যালয়/শাখা

**<u>নিশ্চয়তানামা বন্ড/জামিননামা</u>**

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক,----------------------------------------কার্যালয়/শাখায় চাকুরীরত জনাব ---------------------------------- (ভ. ত. সূচক নং------------------ ) পদবি-----------------পিতা------------------স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম: ----------------ডাকঘর: ----------- থানা/উপজেলা: -------------- জেলা: ---------------- যাহাকে অতঃপর "খাতক" হিসাবে গণ্য করা হইবে, (খাতক শব্দ দ্বারা তাহার উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ, অছি, প্রশাসক এবং স্বত্বাধিকারীগণকে বুঝাইবে), কর্তৃক ---------------------খ্রি. তারিখে এই দলিল সম্পাদিত হইল।

জনাব --------------------- (ভ. ত. সূচক নং ................), পদবি- ..............................., কর্মস্থল -------------------------- পিতা-------------------------------------- পেশা -----------------, গ্রাম----------, ডাকঘর ----------------- উপজেলা --------------, জেলা-------------যিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের, যাহা অতঃপর "ব্যাংক" হিসাবে উল্লিখিত হইবে, অনুকূলে "জামিনদার" হিসেবে গণ্য হইবেন। (জামিনদার শব্দ দ্বারা উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ, অছি, প্রশাসক এবং স্বত্বাধিকারীগণকেও বুঝাইবে )।

যেহেতু খাতক এবং ব্যাংকের মধ্যে --------------- খ্রি. তারিখে সম্পাদিত একটি চুক্তির (যাহা অতঃপর চুক্তি হিসাবে গণ্য হইবে) আওতায় এবং উহাতে উল্লিখিত শর্তাবলির অধীনে জমি/তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় এর উদ্দেশ্যে খাতক-কে------------------ মোট টাকা অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়াছে।

এবং যেহেতু খাতক ----------------(--------------) মাত্র প্রদত্ত অগ্রিম ব্যাংককে পরিশোধের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করিবার জন্য জামিনদারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

সেহেতু অত্র দলিলে লিখিত হইল যে:

সম্পাদিত ব্যাংক চুক্তি বিবেচনাপূর্বক উল্লিখিত উদ্দেশ্যে খাতককে---------------টাকা (-----------) মাত্র অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদানের প্রেক্ষিতে, খাতক এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছেন যে, চুক্তির শর্তাবলি মোতাবেক গৃহীত অগ্রিমের উপর ধার্যকৃত সুদসহ সাকুল্যে টাকা পরিশোধযোগ্য হওয়া মাত্র তিনি তাহা পরিশোধ করিবেন এবং উল্লিখিত জামিনদার ধার্যকৃত সুদসহ উক্ত অগ্রিমের টাকা ব্যাংককে পরিশোধের ব্যাপারে এককভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করিতেছেন।

খাতক ও জামিনদার এই দলিল পাঠ করতঃ ইহার মর্ম অবগত হইয়া দলিলের প্রথমাংশে উল্লিখিত সন ও তারিখে নিজ নিজ স্বাক্ষর দান করিলেন।

সাক্ষীগণ:

০১।
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

খাতকের স্বাক্ষর
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

০২।
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:

জামিনদারের স্বাক্ষর
স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
পি.এফ. ইনডেক্স নং
কর্মস্থল:
মোবাইল নম্বর:

......................
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
........................
..........................।

মাধ্যম: যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়ঃ গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের বিপরীতে জামানত হিসেবে বন্ধককৃত সম্পত্তি অবমুক্তকরণের অনুমতিসহ দলিলপত্রাদি ফেরত প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে আমি বিগত .................. খ্রি. তারিখ অবসর-উত্তর ছুটিতে গমন করি এবং .................... খ্রি. তারিখ আমার অবসর-উত্তর ছুটি শেষ হয়। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগ-...., বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পত্র নং- ..............., তারিখ: .................... এর মাধ্যমে পেনশন আনুতোষিক বাবদ ..................... টাকা মঞ্জুর করা হয়। আমার গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের টাকা সুদাসলে সম্পূর্ণ আদায়/সমন্বয় হয়েছে। ব্যাংকের চাকুরিতে থাকাকালীন আমার অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের বিপরীতে জামানত হিসেবে বন্ধককৃত সম্পত্তি অবমুক্তকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত তথ্যাদি পেশ করলাম:

(ক) মোট গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরির পরিমাণ:
(খ) সর্বশেষ কর্মস্থল:
(গ) পেনশন আনুতোষিক গ্রহনের শাখার নাম:
(গ) পেনশন আনুতোষিক হতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদসহ সম্পূর্ণ আদায়/সমন্বয়ের পরিমাণ ও তারিখ (দালিলিক প্রমাণাদি সংযুক্ত):
(ঘ) বর্তমানে অসমন্বিত স্থিতির পরিমাণ (যদি থাকে):

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে আমার অনুকূলে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের মঞ্জুরীকৃত টাকা সুদাসলে সম্পূর্ণ আদায়/সমন্বয় হওয়ায় ব্যাংকের বরাবরে বন্ধককৃত সম্পত্তি অবমুক্তকরণের অনুমতিসহ দলিলপত্রাদি ফেরত প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

আপনার বিশ্বস্ত,

সংযুক্তি:
০১। পেনশন আনুতোষিক (দায়দেনার তথ্য সম্বলিত) মঞ্জুরির কপি।
০২। আদায়/সমন্বয় ভাউচারের সত্যায়িত ফটোকপি।
০৩। গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সর্বশেষ মঞ্জুরীপত্রের কপি।
০৪। পেনশন প্রদানকারী শাখা হতে দায়দেনার প্রত্যয়নপত্র।

স্বাক্ষর:
নাম:
পদবি:
ভ.ত.সূচক নং-
সর্বশেষ কর্মস্থল:
মোবাইল নম্বর:

**গৃহ নির্মাণ অগ্রিম আদায়/সমন্বয়কারী বিভাগ/শাখার প্রত্যয়ন:**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব ..................................................... (ভ.ত.সূচক নং.....................) পদবি ....................................এর নিকট হইতে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের আসল ...............................টাকা ও সুদ ........................টাকা সর্বমোট ........................./- (......................................................) টাকা তাঁহার পেনশন আনুতোষিক/নগদ আদায়/মওকুফের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে আদায়/সমন্বয় করিয়া ..................খ্রি. তারিখে হিসাব বন্ধ করা হইয়াছে। বর্তমানে তাঁহার নিকট গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বাবদ কোনো টাকা পাওনা নাই।

অনুমোদিত কর্মকর্তা/
২য় কর্মকর্তার স্বাক্ষর

উপমহাব্যবস্থাপক/
ব্যবস্থাপক এর স্বাক্ষর

# দায়মোচন দলিল (DEED OF REDEMPTION)

জনাব ................................ (জন্ম তারিখ: ..................., জাতীয় পরিচয় পত্র নং-..............), পিতা: ..........................., মাতা: ..............................., যাহার স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-.............., ডাকঘর-................, থানা/উপজেলা- ............................ ও জেলা-................., বর্তমান ঠিকানা:......................................................................................................... জাতীয়তা-বাংলাদেশী, ধর্ম-..............., পেশা-.....................। এখানে 'বন্ধক দাতা' বলিয়া অভিহিত হইবে এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ও আইনানুগ প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত করিবে এবং এই 'গ্রহীতা' হিসাবে গণ্য হইবে।

........................ দলিল গ্রহীতা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য প্রেসিডেন্টের অর্ডার নং ২৭, ১৯৭৩ সালের আদেশমূলে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' ইহার প্রধান কার্যালয় ৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ নামে পরিচিত, ইহার ঠিকানাঃ ৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ইহার পক্ষে প্রতিনিধিত্বকারী জনাব ............................(জন্ম তারিখ: ...................... ও জাতীয় পরিচয়পত্র নং-..................................) ভ. ত. সূচক নং-...................., পিতা-....................., মাতা-......................., পদবি: ......................, বর্তমান কর্মস্থল ..................................................................... (এখানে ব্যাংক বলা হইবে)। এখানে "বন্ধক গ্রহীতা" বলিয়া অভিহিত হইবে এবং এই দলিলে দাতা হিসাবে এই দলিলে গণ্য হইবে।

........................ দলিল দাতা

যেহেতু দলিল গ্রহীতা জনাব ..........................................., দলিল দাতা 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা হইতে ঋণের জামানত স্বরূপ তাঁর মালিকানাধীন নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ............................. তারিখে .................................... সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকি দলিল নং ...................... এর মাধ্যমে কতিপয় শর্ত ও বিধি মোতাবেক আইনানুগ বন্ধক প্রদান করেন এবং প্রদত্ত ঋণের দায় দেনার জামানত স্বরূপ দলিল গ্রহীতা নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বন্ধকি দলিল নং ..................... তারিখ: ........................ খ্রি. দ্বারা ................. সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিবন্ধন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে দলিল গ্রহীতা জনাব .........................., দলিল দাতা ব্যাংকের বরাবরেই পরিশোধ করিয়াছেন।
'এখন এই দায়মোচন দলিল স্বাক্ষ্য দিতেছে যে'

১। যেহেতু জনাব ........................ তাঁর অনুকূলে প্রদত্ত সমুদয় টাকা (লভ্যাংশ সহ) পরিশোধ করিয়াছেন, সেহেতু বন্ধক গ্রহীতা 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর অনুকূলে .................... খ্রি. তারিখে বন্ধকি দলিল নং .............. এর বিলুপ্তি ঘটিল এবং উক্ত সম্পত্তিতে অত্র দলিল দাতা 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর আর কোনো প্রকার দাবি রহিল না এবং উক্ত সম্পত্তি 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক' প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর জন্য রেহেন মুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইল।

২। যেহেতু দলিল গ্রহীতা জনাব .............................. ব্যাংকের নিকট (অত্র দলিল দাতার) সকল প্রকার দায়দেনা পরিশোধ করিয়াছেন, সেহেতু বন্ধক দাতা/ঋণ গ্রহীতাকে (অত্র দলিল গ্রহীতা) উক্ত ঋণের সকল দায় দেনা হইতে অব্যাহতি প্রদান পূর্বক বন্ধককৃত সম্পত্তির সকল মূল দলিলাদি ব্যাংকের জন্য নিষ্কন্টক দায়-দাবিহীন অবস্থায় অত্র দলিল গ্রহীতা/বন্ধক দাতাকে ফেরত প্রদান করা হইল।

এতদ্বার্থে, স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র দায়মোচন দলিল পাঠ করিয়া উহার কম্পোজকৃত মর্ম ভালভাবে অবগত হইয়া উপস্থিত সম্মানিত স্বাক্ষরকারী স্বাক্ষীগণের মোকাবেলায় যথারীতি সহি সম্পাদন করিলাম। ইতি, তারিখ: .......................... খ্রিষ্টাব্দ।

## "দায়মোচনকৃত সম্পত্তির তফসিল পরিচয়"

জেলা-.................., থানা/উপজেলা-.................., মৌজা-.................., জে.এল.নং- ................, খতিয়ান নং- ................. দাগ নং- ................., জমির পরিমাণ/আয়তন- ...................

সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে- ......................., দক্ষিণে-......................, পশ্চিমে- ...................... এবং পূর্বে- .............. নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।
অত্র দায়মোচন দলিল হলফনামাসহ ..... (......) পাতায় কম্পিউটার কম্পোজকৃত ও স্বাক্ষী ০২ (দুই) জন।

পূর্ণ ঠিকানাসহ স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষর
১।

কম্পোজ কারক

২।

(................)
ঠিকানা: ....................

# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

## ------------ কার্যালয়/শাখা

নং ------------------ তারিখ: -------------

কর্মী সংক্রান্ত ঘোষণা (গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরীপত্র)

জনাব ---------------------- পদবি: ---- ------- ------ ------- কর্মস্থল: ------------ ------ ----- --------------------------- (স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: ----------------------, পো: ---------------------, উপজেলা/থানা: -------------------, জেলা: -----------) কে ------------------ খ্রিষ্টাব্দের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে --------------------- জেলার: ----------------------উপজেলা/থানার ------------------মৌজার অন্তর্গত ---------------নং খতিয়ানের --------- নং দাগের ------------ শতাংশ জমিতে বসবাসের নিমিত্তে জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণ/তৈরি বাড়ি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয়/সংস্কার ও আধুনিকায়ন-এর জন্য ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নীতিমালা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কিস্তি ও শর্তাবলি সাপেক্ষে ------------------ (-----------------------------) টাকা মাত্র মঞ্জুর করা হইল। ইতিপূর্বে ইস্যুকৃত মঞ্জুরীপত্র নং -------------- তারিখ: -------------------- খ্রিষ্টাব্দের ধারাবাহিকতায় তাহার অনুকূলে মোট মঞ্জুরির পরিমাণ (-------------+------------)= -------------- (কথায় -------------------) টাকায় উন্নীত করা হইল:

০২. অগ্রিম বিতরণের কিস্তি নিম্নরূপ:

| কিস্তি | টাকার পরিমাণ | ব্যয় প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজের বিবরণ |
|---|---|---|
| ১ম কিস্তি | ------------- | ------------- |
| ২য় কিস্তি | ------------- | ------------- |
| ৩য় কিস্তি | ------------- | ------------- |

০৩. মঞ্জুরকৃত অগ্রিম উত্তোলনের পূর্বে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

০৪. বিতরণকৃত অগ্রিমের টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট সদ্ব্যবহার কমিটির নিকট হইতে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়ার পর অবশিষ্ট কিস্তির টাকা বিতরণ করা হইবে।

০৫. জমি ক্রয় ও ফ্ল্যাট/তৈরি বাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিম উত্তোলনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকি দলিল সম্পাদনের পূর্বে বিতরণ করার ক্ষেত্রে অন্তবর্তীকালীন নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অগ্রিম গ্রহীতার পদমর্যাদা বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার বা এক গ্রেড নীচের একজন ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হইতে নির্ধারিত মূল্যে ৩০০/- (তিন শত) টাকা বা মঞ্জুরকালীন সময়ে প্রযোজ্য হারে ষ্ট্যাম্পের উপর ছক-৭ মোতাবেক জামিননামা সম্পাদন করিতে হইবে। তৈরি বাড়ি বা ফ্ল্যাট ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন না করা পর্যন্ত উক্ত জামিন বহাল থাকিবে। এইক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, দুইজন অগ্রিম গ্রহীতা পরস্পরের জামিনদার হইতে পারিবেন না এবং একটি জামিন বহাল থাকাবস্থায় অন্য কোনো অগ্রিমের জন্য জামিনদার হওয়া যাইবে না। প্রাপ্ত অগ্রিমের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যগণকে পৃথক পৃথকভাবে অন্তবর্তীকালীন নিশ্চয়তানামা দাখিল করিতে হইবে।

০৬. গৃহ নির্মাণ অগ্রিম আবেদন ও মঞ্জুরকৃত অগ্রিম উত্তোলনের আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে বিকেবি অথবা অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ নাই মর্মে নিয়ন্ত্রণকারীর প্রতিস্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র (ছক-১৩) জমা দিতে হইবে।

০৭. জমি ক্রয় পরবর্তী একক/গ্রুপ ভিত্তিক বাড়ি নির্মাণের পূর্বে অবশ্যই ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক দিতে হইবে।

০৮. একক/গ্রুপ ভিত্তিক বাড়ি নির্মাণ/যৌথ উদ্যোগে বাড়ি নির্মাণ/তৈরি বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় এর উদ্দেশ্যে মঞ্জুরকৃত অগ্রিমের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া উত্তোলন পরবর্তী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে অগ্রিম গ্রহীতাকে ব্যাংকের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বন্ধকি দলিল সম্পাদন করিতে হইবে। পরবর্তীতে সকল মঞ্জুরির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সম-বন্ধকি দলিল সম্পাদন করিতে হইবে। বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মূল দলিল, বায়া দলিল, সকল পর্চা, সর্বশেষ জরিপ, মৌজা ম্যাপ, নামজারি খতিয়ান, ডিসিআর ও হালনাগাদ খাজনা রসিদ গৃহ নির্মাণ অগ্রিম নথিতে সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। মূল বন্ধকি দলিল না পাওয়া গেলে দলিল রেজিস্ট্রেশনের মূল রসিদ এবং দলিলের সার্টিফাইড কপি ব্যাংকে জমা দিতে হইবে।

০৯. ব্যাংকের বরাবরে বন্ধকি দলিলের রেজিস্ট্রেশন খরচের আংশিক ব্যাংক বহন করিবে। তবে বিশেষ কারণে কর্তৃপক্ষ যদি বন্ধকি সম্পত্তি পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন, সেই ক্ষেত্রে পুনঃবন্ধকের যাবতীয় খরচ অগ্রিম গ্রহীতাকেই বহন করিতে হইবে।

১০. উক্ত মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ হইবে ০১ (এক) বৎসর। তবে নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্রিম উত্তোলন করিতে না পারিলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মঞ্জুরির মেয়াদ অতিক্রমের পূর্বেই মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া মঞ্জুরির মেয়াদ ০১ (এক) বৎসর বর্ধিত করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়াও একাধিক কিস্তিতে বিতরণের শর্তে মঞ্জুরীকৃত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ১ম কিস্তি উত্তোলনের পরবর্তী ০২ (দুই) বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট কিস্তিগুলো উত্তোলন করিতে হইবে। এরপরও উক্ত টাকা ব্যবহার করিতে না পারিলে উক্ত মঞ্জুরীপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুত্তোলিত অর্থ পুনরায় মঞ্জুর করা যাইবে না।

১১. সকল প্রকার নির্মাণকাজ অবশ্যই স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা মোতাবেক হইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যয় সংশ্লিষ্ট অগ্রিম গ্রহীতাকেই বহন করিতে হইবে।

১২. মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের মাসিক কর্তনযোগ্য কিস্তির পরিমাণ হইবে প্রতি লক্ষ টাকার ০.৩% হারে -------------- টাকা যাহা তাহার মাসিক বেতন হইতে উত্তোলনের ১৮ (আঠারো)/১২ (বারো) মাস পর হইতে কার্যকর হইবে।

১৩. অগ্রিমের মেয়াদকাল হইবে স্বাভাবিক নিয়মে অগ্রিম গ্রহীতার চাকুরীর অবসর গ্রহণের মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী --------------- খ্রি. পর্যন্ত।

১৪. পদত্যাগ করিলে কিস্তি বলবৎ থাকিবে না বিধায় প্রদত্ত অগ্রিমের টাকা সুদাসলে এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে। চাকুরি লিয়েনে থাকাবস্থায় কিস্তি পরিশোধ অব্যাহত থাকিবে।

১৫. অগ্রিমের বিপরীতে সুদ ও অন্যান্য পাওনা সহ প্রদত্ত অগ্রিমের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই ব্যাংকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত ব্যাংকের নিকট বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রি, হস্তান্তর, পরিবর্তন বা দায়বদ্ধ করা যাইবে না।

১৬. প্রদত্ত অগ্রিম আদায়ের সহিত জড়িত কিংবা এতদকারনে উদ্ভুত যাবতীয় খরচ এবং মাসুল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকেই বহন করিতে হইবে।

১৭. প্রদত্ত অগ্রিমের টাকা সুদাসলে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হইবার পর বন্ধকি সম্পত্তি বিমুক্ত হইবে।

১৮. অগ্রিমের উপর বার্ষিক শতকরা ব্যাংক রেট হারে সরল সুদ আরোপিত হইবে।

১৯. অগ্রিমের বিপরীতে ডিপি নোট সম্পাদনপূর্বক জমা দিতে হইবে।

২০. অগ্রিম গ্রহীতার মনোনয়নের ভিত্তিতে অগ্রিম পরিশোধের বিষয়ে তাহার স্ত্রী/স্বামী/অভিভাবক এর অঙ্গীকার (ছক-৩) জমা দিতে হইবে।

২১. অগ্রিম গ্রহীতার নিকট হইতে এই মর্মে অঙ্গীকার (ছক-৩) নিতে হইবে যে, তিনি চাকুরিচ্যুত হইলে/স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে/অবসর গ্রহণ করিলে বা অগ্রিমের শর্তানুযায়ী কিস্তি প্রদান/অগ্রিম সমন্বয়ে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক বন্ধকি সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বকেয়া আদায় বা সমন্বয় করিতে পারিবে।

২২. ইতিপূর্বে গৃহীত অগ্রিমের (যদি থাকে) কিস্তি কর্তনের বিবরণী জমা দিতে হইবে।

২৩. উপরোল্লিখিত শর্তসমূহ ছাড়াও গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে বর্তমানে বলবৎ এবং ভবিষ্যতে পরিবর্তনীয় সকল প্রকার নিয়মাচার এই ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে।

অনুমোদনক্রমে

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী

(------------------------)
পদবি

অনুলিপি:

১।

২।

৩।

# বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
## ------------ কার্যালয়/শাখা

## ডিমান্ড নোটিশ

নং-

তারিখ:

গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহীতার নাম: ................................
পদবি: ..............................................................
পিতা/স্বামীর নাম: ...............................................
মাতার নাম: .................................
ঠিকানা:
গ্রাম: ...................... ডাকঘর: ......................
থানা/উপজেলা: ..................... জেলা: ......................
ঋণ হিসাব নং: ..................................................

জনাব .......................................
পিতা/স্বামীর নাম: ..........................
মাতার নাম: .................................
ঠিকানা:
গ্রাম: ........................ ডাকঘর: ................
থানা/উপজেলা: .................. জেলা: ...................

জনাব,

যেহেতু আপনি/আপনার পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী: ................................................ পদবি: ..................................... বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক.................................................. শাখা/কার্যালয়/বিভাগ ......................................অঞ্চল/কার্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় বিগত ......................... খ্রি. তারিখে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বাবদ মোট ................(...............................) টাকা প্রাপ্ত হইয়া ........................... খ্রি. তারিখ পর্যন্ত .....................টি কিস্তিতে ............................(............................) টাকা পরিশোধ করেন নাই।

যেহেতু আপনি/আপনার পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী অননুমোদিত অনুপস্থিত/পলাতক/স্বেচ্ছায় চাকুরি পরিত্যাগকৃত/চাকুরিচ্যুত/পেনশন প্রাপ্ত/অপসারিত হইয়াছেন।

যেহেতু আপনি/আপনার পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী-এর কাছে ব্যাংকের গৃহ নির্মাণ অনাদায়ি অগ্রিম বাবদ ...................... খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ......................... (................................) টাকা পাওনা আছে।

যেহেতু আপনি/আপনার পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী-এর গৃহ নির্মাণ অগ্রিম মঞ্জুরির সময় আপনার গৃহ নির্মিতব্য স্বত্বের দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি ব্যাংকের কাছে জামানত স্বরূপ জমা রাখিয়াছেন।

যেহেতু আপনি/আপনার পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী-এর গৃহ নির্মাণ অগ্রিম পরিশোধ না করিয়া ......................... (............................) টাকা অপরিশোধিত অবস্থায় রাখিয়াছেন, যাহার মধ্যে ............... খ্রি. তারিখ পর্যন্ত .....................টি কিস্তিতে ............................ (............................) টাকা খেলাপী রহিয়াছে। সেহেতু আইন এবং ব্যাংকের বিধি মোতাবেক আপনাকে এই নোটিশ দিয়া জানানো যাইতেছে যে, আগামী ....................... তারিখের মধ্যে ব্যাংকের সাকুল্য খেলাপী টাকা পরিশোধ করিবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপী হিসাবে সংশ্লিষ্ট আদালতে খেলাপী অগ্রিম আদায়ের জন্য বন্ধকীকৃত বাড়ি নিলামে বিক্রি করিয়া টাকা আদায়ের/আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পক্ষে-

কার্যালয়/ শাখা প্রধান

**বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক**
**------------ কার্যালয়/শাখা**

## <u>গৃহ নির্মাণ অগ্রিম পরিশোধের লিগ্যাল নোটিশ</u>

নং- তারিখ:

জনাব ..........................................................
পিতা/স্বামীর নাম: ..........................................
মাতার নাম: ..................................................

**বর্তমান ঠিকানা:**

গ্রাম: ............................. ডাকঘর: .....................
থানা/উপজেলা: ................... জেলা: ................

**স্থায়ী ঠিকানা:**

গ্রাম: ............................. ডাকঘর: .....................
থানা/উপজেলা: ................. জেলা: ................

গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহীতার নাম: ..................................
পদবি: ...............................................................
পিতা/স্বামীর নাম: ...................................................
মাতার নাম: ...........................................................
ঠিকানা:
গ্রাম: ........................ডাকঘর: ................................
থানা/উপজেলা: ...................... জেলা: .......................
লোন ফলিও নং: .......................................................
মোবাইল নম্বর: ........................................................

এতদ্বারা আপনাকে অবগত করানো যাইতেছে যে, আপনি/আপনার পিতা/মাতা/স্ত্রী/স্বামী-কে অত্র ব্যাংক হইতে সর্বমোট- ................ টাকা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল যাহার বিপরীতে ক্রয়কৃত জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট ................. জেলার ..................... থানাধীন/উপজেলাধীন ................. সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের .................... তারিখের .......... .. নং রেজিস্ট্রিকৃত দলিল মূলে বন্ধক সম্পাদন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অগ্রিম মঞ্জুরির শর্ত মোতাবেক .............. তারিখে সম-বন্ধকি দলিলও সম্পাদন করিয়াছেন। মঞ্জুরীপত্র/সম্পাদিত চুক্তি ও বন্ধকি দলিলের শর্তানুসারে ..................... তারিখের মধ্যে সুদাসলে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিবার শর্ত ছিল। কর্তপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গৃহনির্মাণ অগ্রিম বাবদ ব্যাংকের পাওনা টাকা সুদাসলে পরিশোধ করিবার জন্য ব্যাংক হইতে ..................... তারিখের ................ নম্বর পত্রের মাধ্যমে তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও আপনি উক্ত টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করেননি। পরবর্তীতে উক্ত পাওনা পরিশোধের জন্য আপনাকে ................... তারিখ .............. নম্বর স্মারকের মাধ্যমে ডিমান্ড নোটিশও প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবদি আপনি ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করেননি।

০২। অতএব, আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, অত্র নোটিশ জারি করিবার ০১ (এক) মাসের অথবা আগামী ................ তারিখের মধ্যে এক কিস্তিতে ব্যাংকের সমুদয় পাওনা টাকা ......................... পরিশোধ করিবেন। অন্যথায় গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদাসলসহ অন্যান্য সমস্ত পাওনা আদায়ের নিমিত্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পক্ষে-

কার্যালয়/ শাখা প্রধান

# <u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কোনো শাখায় অথবা অন্য কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের মেয়াদোত্তীর্ন ঋণ নাই। ভবিষ্যতে এতদ্‌বিষয়ে ভুল-ত্রুটি প্রমাণ হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাইবে।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার প্রতিস্বাক্ষর:

অগ্রিম গ্রহীতার স্বাক্ষর:

নাম:
পদবি:
পিএফ ইনডেক্স নং
বর্তমান কর্মস্থল: